সাহাজাদা রওসন মুল্লুক, লীলাবতী পরী ও মুরাদ সা ফকিরের পুথী।

শ্রীযুক্ত জনাব মুন্সী হাফেজ উল্লা ভুঞা সাহেব
কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাকিন বেলদী, পরগণা হাজরাদি,
জিলা ময়মনসিংহ।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সন।

মুন্সি আবদুররাজ্জাক দ্বারা মুদ্রিত।
ইসলামিয়া প্রেস, সাতরাওজা, ঢাকা।

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

সাহাজাদা রওসন মুল্লুক, লীলাবতী পরী ও মুরাদ সা ফকিরের পুথী।

শ্রীযুক্ত জনাব মুন্সী হাফেজ উল্লা ভুঞা সাহেব
কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

সাকিন বেলদী, পরগণা হাজরাদি,
জিলা ময়মনসিংহ।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সন।

মুন্সি আবদুররাজ্জাক দ্বারা মুদ্রিত।
ইস্‌লামিয়া প্রেস, সাতরাওজা, ঢাকা।

মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

আমার এই রওসনমুল্লুক লীলাবতী নামক সামান্য পুথী খানা আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ময়মনসিংহ জজ কোর্টের আমলা শ্রীমান আবদুল আমিন মিঞাকে স্নেহ উপহার দানে যাবতীয় সত্বে সত্ববান করিয়া স্নেহ উপহার দিলাম। ইতি—।

মুন্সী হাফেজ উল্লা ভূঞা।
১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সন।

হামদ ও নাত।

সকল প্রশংসা প্রভু নামেতে তোমার ॥ সুখ্যাতির যোগ্য ভবে-কেবা আছে আর * করিম রহিম আল্লা পাক ছোবহান ॥ জলিল জব্বার তুমি অতি দয়াবান * তুমি জ্যোতির্ম্ময় প্রভু ত্রিজগত পতি ॥ আমি মূর্খে নাহি জানি তোমার ভকতি * সর্ব্বজীব প্রভু তুমি বিভু দয়াময় ॥ পোষিতেছ জীব-গণে সকল সময় * পশু পক্ষী কীট আদি গন্ধর্ব কিন্নরে ॥ তুমি রক্ষা কর প্রভু রক্ষ যক্ষ নরে * অনাদী অনন্ত প্রভু তোমার মহিমা ॥ ধ্যানে বসি যোগী ঋষি নাহি পায় সীমা * যত্তপি কলম হয় দরক্ত সকল ॥ কালী রূপ হয় যদি সমুদ্রের জল * সর্ব্বজীব বসি যদি লিখে রাত্রিদিনে ॥ লিখিলে অনন্ত কাল সবে একমনে * শতাংশের একাংশ তবু তোমার মহিমা ॥ কি সাধ্য কাহার আছে করে পরিসীমা * তোমার অপার লীলা তুমি লীলাময় ॥ বুঝিতে তোমার খেলা কার সাধ্য হয় * ইব্রাহিমে বাচাইলে জ্বলন্ত আগুণে ॥ নুহ নবীজীরে রক্ষা করিলে তুফানে * মুছাকে বাচালে প্রভু নীল দরিয়ায় ॥ ইউনুছে মাছ পেটে করিলে উপায় * গ্রহ উপগ্রহ আদি চন্দ্র সূর্য্য তারা ॥ তোমার মহিমা ঘোষে দিবা রাতি তারা * সমুদ্র পর্ব্বত নদী তব গুণ গায়। মাটী জল বায়ু অগ্নি আদি সমুদায় * তব গুণ গায় শিশু জননী জঠরে ॥ গাইছে মহিমা কীট প্রস্তর ভিতরে * লতায় পাতায় খোদা তব নাম লিখা ॥ পতঙ্গ শরীরে তব মহিমার রেখা * একমাত্র তুমি খোদা ব্রহ্মাণ্ডের সার ॥ সদা আছ সর্ব্বঠাই সকলি তোমার * আঠার হাজার জীব করিয়া সৃজন ॥ নেকি বদি সবাকারে করিছ পালন * ক্ষুধাকালে অন্নদাতা পিপাসাতে জল ॥ অগতির গতি তুমি দুর্ব্বলের বল * পাপী যদি ডাকে প্রভু বসি একমনে ॥ দয়ায় গলিয়া যাও তার ডাক শুনে * নিজে নাহি খাও দেও বান্দার আহার ॥ অন্তরের ভক্তি খালি চাও হে বান্দার * তুমি সর্ব্বমূল সব তোমাতে উদয় ॥ শেষদিনে তোমাতেই সব হবে লয় * তুমি আদি তুমি অন্ত সৃষ্টির নিদান ॥ তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান মুক্তির সোপান * তব দুস্ত নবীবর মহাম্মদ রছুল ॥ কিয়ামতে যার কথা করিবে কবুল * হাজার দরুদ মেরা নবিজীর পায় ॥ নবির রহম ছাড়া নাহিক উপায় * নবির দরুদ পড় যতেক মমিন ॥ নাজাত পাইবে ভাই

হাসরের দিন * যৌবণ জোয়ারের পানি কতদিন রবে ॥ আখেরেতে বুড়াকালে অনুতাপ হবে * যেহাতে এখন পার হাতীকে বান্ধিতে ॥ নাপারিবে এই হাতে মাছি তাড়াইতে * পড়িয়া যাইবে দাঁত চর্ম্ম হবে ঢিল ॥ চক্ষে না দেখিতে পাবে ঘটিবে মুস্কিল * নবির দরুদ ভাই করহে ভরসা ॥ অন্তিমে নবির দোয়া একমাত্র আশা * তাহান মা বাপে আর আছহাব গণে ॥ হাজার সালাম করি আমি এ অধীনে * জীবনে মরণে আল্লা নাম কর সার ॥ নবীর কদমে ভেজ দরুদ হাজার * আমি দীনহীন মুর্খ অতি নাফরমান ॥ হাসরের দিনে নবী করিও আছান * কবিতা প্রবন্ধে কাব্য লিখে রাবিগণ ॥ তাদের জবানী সব মধুর মতন * আমি জ্ঞানহীন মুর্খ মোর রুক্ষ স্বর ॥ ভুল দোষ মাফ চাই সবার গোচর * আল্লা নবী নাম সদা করিয়া একিন ॥ বল ভাই মুছলমান আমিন আমিন *

ইরান সাহাজাদার নিকট মুরাদ শা ফকিরের ভিক্ষা প্রার্থনা করিবার বয়ান।

পয়ার। মুরাদ ফকির নামে সিরাজ নগরে ॥ আল্লার জিকির পড়ে আর ভিক্ষা করে * বহু পল্লি জনপদ করিয়া ভ্রমণ ॥ ইরান সহরে শেষে করে আগমণ * হাসম ও দবদবা সেই ইরান সহর ॥ তাজ্জবে রহিল মর্দ্দ দেখিয়া নগর * রৌসন মুল্লুক নাম ইরান সাহার ॥ সাহী তক্ত ছিল মাল মাত্তা বেসুমার * দালান মন্দির কত সৌধ বালাখানা ॥ আমিরানা সান কত কে করে ঠিকানা * মধ্য খানে দেখে মর্দ্দ সাহী দরবার। সেখানে দেখিল এক তাজ্জব ব্যাপার * দরবারের কাছে দেখে এক খোটা গাড়া ॥ খোটাতে শিকল দিয়া বান্ধা এক ভেড়া * ঝাটা এক খোটা পরে আছিল লটকান ॥ পাথরে খোদাই করা সকল বয়ান * খোঁটার উপরে এক খোদাই পাথর ॥ বিজ্ঞাপন লিখা আছে আছে তাহার উপর * হুকুম জানিবে ইহা ইরান সাহার ॥ যেই জন এই পথে হবে রাহাদার * ঝাটা দিয়া সাত বাড়ী ভেড়াকে মারিবে ॥ বাদসার হুকুম ইহা একিন করিবে * যে নাকরে এই কাম হবে নাফরমান ॥ রৌসন মুল্লুক তার লইবে গর্দ্দান * এই সব দেখি তবে মুরাদ ফকির ॥ তাজ্জব হালেতে ভাবে হইয়া দেলগির * ভাবিয়া ফকির গেল সাহী দরবারে ॥ আরজ করিল তবে সাহার হুজুরে * সামান্য ফকির আমি জ্ঞান বুদ্ধি নাই ॥ বড়ই তাজ্জব

কথা কহিতে ডরাই * সুশাসন এন্‌ছাফ করিতে বান্দার ॥ বাদসাহী দিল আল্লা করিতে বিচার * হায়ওয়ান জানওয়ার ভেড়া কিছু নাহি জানে ॥ এমন সাজাই তারে কর কি কারণে * আল্লাতালা হাওয়ালেরে সব গুণা হইতে ॥ মাফ যে করিয়া দিবে রোজ কেয়ামতে * কি কারণে দিলে সাহা এত শাস্তি তার ॥ বুঝিতে না পারি কিছু কারণ ইহার *দেশে ও বিদেশে আমি কতস্থানে থাকি ॥ এমন বিচিত্র লীলা কোথা নাহি দেখি * সাহা বলে তুমি হও আল্লার ফকির ॥ ইহা দেখে মিছা কেন হওহে দেলগীর * এই সব কথা শুনে কি তব দরকার ॥ছাহনা লইয়া তুমি ভিক্ষা আপনার* ফকির বলেন সাহা এত অবিচার ॥ না লইব ভিক্ষা আমি দরবারে তোমার * যে করে সাজাই হেন নিষ্পাপ পশুরে ॥ তার ভিক্ষা নাহি লয় মুরাদ ফকিরে * সাহা ভাবে ফকিরেরে দিলে পরিতাপ ॥ মনে মনে আমাকে সে দিবে অভিশাপ * বাদসা বলে কি বিষম ঠেকিলাম দায় ॥ ফকিরে বেখোস করা ভাল নাদেখায় * যথার্থ শুনিবে যদি বসহে ফকির॥ শুনাব ভেড়ার কিচ্ছা করিয়া জাহির *

সাহাজাদা রওসনমুল্লুকের সপ্নে লীলাবতী পরীর সহিত পরিচয় ও তাহার তসবীর পাইবার বয়ান।

ত্রিপদী। কহিতে ভেড়ার কথা, মনেলাগে বড় ব্যথা, শুন ভাই মুরাদ ফকির ॥ দুষ্ট ভেড়া কত মন্দ, শুনিয়া লাগিবে ধন্দ, বুঝিবে সে কেমন বেপির * ভেড়া মোর দুস্ত ছিল, কিরূপেতে ভেড়া হইল, একে একে শুন সমাচার ॥ সুখে বন্ধু সবে বটে, কিন্তু যবে দুঃখ ঘটে, হা হুতাস হয় খালী সার * দুস্ত মোর উজির জাদা, মনে প্রাণে এক সদা, ঘরি এক না ঘটে বিচ্ছেদ ॥ এমন দুস্তির টান, যেন এক দেহ প্রাণ, দুই দেহে নাহিক অভেদ *ভালবাসি আমি তারে, সেও ভালবাসে মোরে, এইরূপে গেল কত কাল ॥ শেষে এই খল ধূর্ত্ত, না রাখে নিমক সর্ত্ত, ঘটাইল জঞ্জাল * নিমক হারামি করি, আমাকে জীয়ন্তে মারি, ঘটাইল বিষম প্রমাদ ॥ আমি ফিরি বনে, দুস্ত থাকে সিংহাসনে, খোদা আগে করি ফরিয়াদ * খোদার মহিমা বলে, পুনঃ রাজ্য পাই ছলে, কুদ্রত কামাল আল্লা পাক ॥ দুস্তকে ইচ্ছিয় জোরে, ভেড়া করি কি প্রকারে, কিরূপেতে

ঘটিল বিপাক * একে একে সে কাহিনী, কহিব দুঃখের বাণী, ছাবিয়া কে পাক নিরঞ্জন ॥ খোদা তুই অন্তর্যামী, হাফেজউল্লা হীন আমি, আরম্ভিনু পয়ার রচন *

পয়ার ॥ আমার বাপের নাম শুনহে ফকির, নামেতে কয়ছর সাহা আলমে জাহির * সাহী বালা খানা ছিল ইরাণ মাঝার ॥ মাল মাত্তা হাতী ঘোড়া ছিল বেসমার * চাকর নফর কত ছিল দাস দাসী ॥ ইরানের সাহা তিনি ভুবন প্রকাশি * এক মাত্র আমি পুত্র নয়নের তারা ॥ আমা ছাড়া অন্ধকার দেখিতেন ধরা * সুশিক্ষিত করি মোরে সকল বিদ্যায় ॥ পাণ্ডিত্য হেকমত আর বহুত শিক্ষায় * বাল্যের অতিত হয়ে আসিল যৌবন ॥ মা বাপে মছলত করে বিবাহ কারন * এইরূপে কিছু দিন গুজারিয়া যায় ॥ দেখনা তামাসা কিবা করিল খোদায় * দুস্ত সহ এক সাতে শয়ন ভোজন ॥একদিন রাত্রি কালে নিদ্রা অচেতন * অপরূপ সপ্ন এক দেখিনু নজরে ॥ লীলাবতী নামে পরী হাতে মোর ধরে * র্ম সাক্ষী করি পরি করে এই পন ॥ ছাড়া ছাড় না হবে থাকিতে জীবন * সেই মোর পত্নী হবে আমি পতি তার ॥ জীবনে মরণে সাথী সে হ আমার * তার অনুরূপ এক ছবি মোরে দিয়া ॥ অকস্মাৎ গেল পরি বিদায় হইয়া * কি বলিব তার রূপ আহা মরি মরি ॥ তাহার উপমা নাই ত্রিজগত জুরি*তসবির দিয়া পরি হইল বিদায় * নিদ্রা হইতে জাগ আমি করি হায় হায় * বেকারার হইয়া কান্দি নাহি হুস জ্ঞান ॥ খল সাহা দুস্ত মোর হইল হয়রান * বেকারারি হালে দুস্ত আমার কান্দনে ॥ জিজ্ঞাসিল অতিশয় বিষাদিত মনে * বেহুস হইয়া থাকি আমনা সরে জবান ॥ নিরো-ত্তর দেখি দুস্ত হইল পেরেসান * মা বাপের কাছে দুস্ত জানায় খবর ॥ শুনি বাবাজান অতি হইল কাতর * সত্বরে মা বাপ আসে বিষাদিত মনে॥ বাপ বাছা করি কত জিজ্ঞাসে দুজনে * চেতনা রহিত আমি না দেই উত্তর ॥ লালাবতী দেখি খালী চক্ষের উপর * উজীর নাজির যত সভা-সদগণ ॥ পাত্র মিত্র দাস দাসী করয়ে রোদন * কেহ বলে হইয়াছে পিচাসের ভয় ॥ অপদেবতার কোন হয়েছে নজর * ঝাড়া ফুকা ডাইনি আনে উঝা কবিরাজ ॥ তন্ত্র মন্ত্র ঝাড়া দিল নাহি হয় কাজ * ডাক্তার আনিয়া কত ঔষধ খাওয়ায় ॥ ফল না হইল কিছু দেখিবারে পায় *

উষধ্য কবিরাজ সবে মানে পরাজয় ॥ একি বা বিচিত্র রোগ জন্মিল বিস্ময় * জরের ঔষধ দিলে মাথার ব্যথায় ॥ কদাচন রোগ ভাই দুর নাহি যায় * মাথা ব্যথা বটি দিলে রোগে আমাশয় ॥ আরোগ্যের আশা করা নিতান্ত সংশয় * হৃদয়ের রোগ মোর হৃদয়ে অনল ॥ উম্মাদ মুদ্র বটী কি করিবে ফল * এইরূপে তিন দিন রহি উপবাস ॥ নিশব্দ নির্ব্বাক ভাবে না সরে নিশ্বাস * খল সাহা দুস্ত মোর ছায়ার সমান ॥ সঙ্গে থাকি কান্দে সদা অতি পেরেসান * অবশেষে হল যবে কিছু হুস জ্ঞান ॥ শরীর দুর্ব্বল অতি সরেনা জবান * দুস্তকে আসল কথা কহিনু গোপনে ॥ দেখানু পরীর ছবি ধরিয়া সামনে * দুস্ত বলে এ কারণে কেনহে অস্থির ॥ অবশ্য তাল্লাসে খোজ পাইব পরির * মা বাপে তখন দুস্ত সুখবর দিল ॥ ছুটিয়াছে নিশা দোস্ত আরোগ্য হইল * পাইয়াছি আজি তার রোগের ঠিকানা ॥ প্রতিকার কর শীঘ্র শুন জাহাপনা * খানা পিনা খাই তবে খুসালিত মনে ॥ দেখিল পরীর ছবি মা বাপ দুজনে * বহুতর ছবি এর স্বরূপ আকাইয়া ॥ হরি, কড়ি, দুই ভাট আনে ডাকাইয়া * হাসেম কাসেম দুই কাসেদের তরে ॥ বোলাইয়া আনে সাহা সাহী দরবারে * চারি খান পট ছিল পরীর ছবির ॥ চারি জন হাতে দিল বাদসা জাহাগির * দেশে দেশে আছে যত সাহা নামদার ॥ সবার হুজুরে ভেজে দুত আপনার * কোন রাজ কন্যা এই কার পট বটে ॥ জরুরী খবর দিতে বাদসার নিকটে * দুত সহ গেল যদি হইয়া বিদায় ॥ দস্ত সহ খুসী হালে রহিনু হেথায় * শ্যাম রুম কত দেশ আর ইউনান ॥ তুরান মিছর দেশ কাশ্মীর খুরসান * দেশে দেশে বেগমের যতেক তসবির ॥ কার সাতে না মিলিল পট যে পরীর * ফিরিয়া আসিল ভাট বিমল বদনে ॥ জানাইল দুঃসংবাদ বিষাদিত মনে * সংবাদ শুনিয়া আমি হইনু অস্থির ॥ কি করিব কোথা যাব তল্লাসে পরীর * ভাবিয়া আকুল হইয়া ছাড়ি দানা পানি ॥ বেতাপ হইয়া মুখে হায় হায় বাণী * আখেরেতে খল সাহা দুস্ত যে আমার ॥ সাথে করি বিদেশেতে হই রাহদার * মায়ের জনাবে গিয়া মাগিনু বিদায় ॥ দোয়া চাও আম্মাজান আল্লার দরগায় * বাপের কদমে করি হাজার ছালাম ॥ দোয়া কর বাবাজান ফতে হয় কাম * মা বাপে বিদায় করে কান্দে জার জার ॥ যাও বাবা সঁপিলাম হাতেতে খোদার * মুন্সী হাফেজ উল্লা কয়

সাহজাদা রওসন মুল্লুক ও উজীর জাদা খলসাহা তুরান, রোম, মিছির ছাড়িয়া ঝগরু, মগরু দুই দানবের বাটিতে যাইবার।

* বয়ান *

ত্রিপদী। এলাহি ভাবিয়া দেলে, খল সাহা তবে বলে, চল দুস্ত দেড়ি নাহি সয়। লও দুই তাজি ঘোড়া, মারহ জোরেতে কুড়া, খোদা ভাবি চলহ নির্ভয়॥ যায় ঘোড়া প্রান পনে, লয়ে দুস্ত দুই জনে, অবিরাম চলে অশ্ব অতি। যেখানে রজনী হয়, দুই দুস্ত তথা রয়, ফজরেতে চলি দ্রুত গতি॥ ছাড়িয়া তুরান, রোম, যায় ঘোড়া বেমালুম, মিছির ছাড়িয়া গেল শ্যাম। বহুত তালাস করে, না পাইয়া পরীরে, সেখানেতে করিনু মোকাম॥ থাকি তথা তিন দিনে, দুই দুস্ত ভাবি মনে, কি করিব কোথা যাব আর॥ দুজন দুপথে গেলে, বহুদেশ দেখা চলে, একা একা হই রাহাদার॥ এ কথা ভাবিয়া মনে, দুই পথে দুইজনে, খোদা ভাবি হইনু রওয়ানা॥ দুস্ত গেল কোন খানে, আমি নাহি জানি মনে, একা চলি ভাবিয়া রব্বানা॥ ভ্রমিয়া অনকে দেশ, দেখিনু দানব বেশ, দুই ভাই বড় পলোয়ান॥ লইয়া বাপের ধন, দুই ভাইয়েতে কুকীর্ত্তন, ভয় লাগে না সরে জবান॥

পয়ার। সামনে দেখিনু যদি আজিম সহর॥ সুন্দর দোকান পাট রহিছে বিস্তর * অসংখ্য দালান কোটা আছে খালি পরি॥ লোক জন শুন্য সব আছে সারি সারি * নানা রূপ খাদ্য আর বহুত মিঠাই॥ সজ্জিত সুন্দর ভাবে আছে ঠাই ঠাই * সম্মুখেতে রাজ বাড়ী বুঝি অনুমানে॥ দেখিয়া তাজ্জব হয়ে গেলাম সে খানে * দুই ভাই দানবেতে লয়ে পিতৃ ধন॥ বাধিছে ঝগড়া বড় করিতে বণ্টন * বাদ্য আর মৃগ বাধা সম্মুখে পুরার॥ বাঘের সম্মুখে ঘাস খাবার খাতির * হরিণের সম্মুখেতে গুস্ত ছাগলের॥ বিপরীত রিতী ইহা দানব দেশের * দেখিয়া বুঝিনু ইহ দানব মহল॥ সৌভাগ্য দুভাই মধ্যে বাধিল কন্দল * তা না হলে মৃত্যু ছিল দানবের হাতে॥ আল্লার রহম ইহা বুঝিনু দেলেতে * দুই ভাই দেও বলে আইল আদম॥ কেনহে ফছাদ কর আল্লার রহম * আদমে এনছাফ জানে হক ও হালাল॥ এই আদমের হাতে দেও সবমাল * যে ভাবে আদমে মাল

করিবে বণ্টন ॥ সুবিচার হবে তাথে মানিব দুজন * পুছিনু দেওয়ের কাছে কিবা নাম তার ॥ কি মাল লইয়া তারা করে তোল পার * দেও বলে মোরা হই মোটে দুই ভাই ॥ এঁকিন জানিবে বাত কহি তব ঠাই * ঝগরু মগরু জান দুজনের নাম ॥ আমাদের অধিকারে দানব তামাম * তিন মাল আছে দেখ বাপের কালের ॥ কিরূপে করিব ভাগ এ বিষয় ফের * একে একে শুন ওহে মানব তনয় ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা এবে তোটকেতে কয় *

ঝগরু, মগরু দুই দৈত্যের পিতৃক ধনের বণ্টন মিমাংসা করিয়া সাহাজাদা রওসন মুল্লুক লীলাবত্তী পরীর মন্দিরে যাইবার বয়ান।

তোটক ছন্দ।

দেও বলে শুন ভাই নামদার ॥ তিন দ্রব্য কিকি শুন সমাচার * ঝগরু, মগরু আমরা যে দুই ভাই॥ কিরূপেতে ভাগ হবে তাহা চাই * বেগ-এক আর সিংহাসন ॥ বিছানা জানিবে এক সুগঠন * মুল্যবান তিন দ্রব্য বিরাদর ॥ সিংহাসনে বসি বল যে সহর * যেখানে যাইতে হবে বাসনা ॥ মুখে বল মনে করি কল্পনা * সেখানে লইয়া যাবে তোমারে ॥ কেরামতি সিংহাসন সবপারে * বেগ মধ্যে হাত দিয়া যাচাবে ॥ তখনি সে বস্তু হাতে পাইবে * বিছানার গুন বলি শুন ভাই ॥ এমন আশ্চার্য্য বস্তু কোথা নাই * যতই বসিবে লোক বাড়িবে ॥ যত বসে কভু নাহি ভরিবে * যত বসে তত বাড়ে কুদ্রতে ॥ যে দেখে সে থাকে সদা হয়রতে * তিন দ্রব্য দুই ভাই ভাগীদার॥ কিরূপেতে ভাগ হবে নামদার * শুনিয়া দেওয়ের কথা ভাবনা ॥ কিবিচার কার বুদ্ধি খাটেনা * আমি বুঝি ভাল হয় এই বাত॥ডুবদেও পুস্কুনী তে এক সাত * এক দ্রব্য পাবে ভাসে যে আগে ॥ দুই দ্রব্য অপরের হয় ভাগে * এ যুক্তি শুনিয়া দেও খুস-মন ॥ ডুবদিল এক সাতে দুইজন * কিছুপরে এক ভাই ভাসিল ॥ বিলম্বেতে অন্য দেও উঠিল * যে উঠীল আগে পায় বিছানা ॥ সিংহাসন বেগনা পায় সেজনা ॥ সিংহাসন বেগ পায় অপরে * বিচারেতে তুষ্ট দেও অন্তরে * দেও বলে ধন্য ধন্য সুবিচার ॥আদমের মত কেবা পারে আর * বড় তুষ্ট হইয়াছি বিচারে ॥আমার বিছানা দিলাম তোমারে* এক দেও দান করে বিছানা ॥ অন্য দেও বলে লাজে বাঁচনা ॥ ছোট দেও বলে মোর

সিংহাসন ॥ বেগসহ করিলাম সমরপন * এই রূপে তিন দ্রব্য মূল্যবান ॥ দানবেরা দেখ মোরে করে দান * আল্লার কুদ্রত ভাই বুঝা ভার ॥ আল্লা বিনা বিপদে কে নিঘাদার * বেগ ও বিছানা লইয়া তখনে ॥ আল্লা ভাবি উঠিলাম সিংহাসনে * হুকুম করিনু আমি তক্তেরে ॥ লইয়া যাওহে লিলাবতীর মন্দিরে * নিমি সেতে সিংহাসন চলিল ॥ লীলাবতীর মন্দিরেতে পঁছিল * লীলাবতী দেখি মোরে জিজ্ঞাসে ॥ কিরূপেতে আসিলে নাথ সকাশে * ছালাম করিল আসি পায় ধরি ॥ হাসি কান্না কত রূপ করে পরি * ক্ষনে কান্দি দুই জনে খুসিতে ॥ কতক্ষণ গেল এই রূপেতে * বেগ ও বিছানা আর সিংহাসন॥ তিন দ্রব্য পরি করে দরশন * তিনের মর্ত্তবা শুনি পরি কয় ॥ তবে কেন চিন্তা নাথ কার ভয় * তিনের সাহার্য্যে কর বাহুবল ॥ মন আশা পুর্ণহবে পাবে ফল * শেষে পরি বলে শুন নামদার ॥ পাহারায় আছে বহু নিঘাদার * পুরুষের আগমন এ মন্দিরে ॥ জানা জানি হয়ে যাবে বাহিরে * অনর্থক লোক মুখে বদনাম ॥ কলঙ্কের ভাগ নিয়া কিবা কাম * মন প্রান তব কাছে সমর্পন ॥ করিয়াছি যবে হল দরশন * ছলে কলে যে রূপেতে পারিবে ॥ বিবাহের আয়োজন করিবে * এ বলিয়া পরী করে নমস্কার ॥ আল্লা ভাবি আমি হই রাহাদার ॥ আল্লার দরগায় ভেজি শুকরানা ॥ করিম রহিম খোদা রব্বানা * হুকুম করিনু যাওহে সিংহাসন ॥ সন্নিকটে যথায় নিবিড় বন * হুকুমেতে সিংহাসন চলিল ॥ কোকাফের অরন্যেতে নামিল * হাফেজ উল্লামুন্সী আল্লা ভাব কয় ॥ খোদা যার সখা তার কিবা ভয় * পাহাড় সমুদ্র করে নিরঞ্জন ॥ অরণ্য সহর হইতে কত ক্ষণ *

সাহাজাদা রওসন মুল্লুক কোকাফের জঙ্গলে ছোলেমানী বেগেরমর্ত্তবায় সহর ও পুরী নির্ম্মাণ করিবার বয়ান

পয়ার ॥ ভীষণ অরন্যে যদি নামে সিংহাসন ॥ শুনহে ফকির আমি কি করি তখন * বেগে হাত দিয়া চাই কোটি২ ধন ॥ তখনি হাতেতে পাই ধন অগনন * টাকা কড়ি ধন লয়ে গেলাম সহরে ॥ চাকর নকর রাজ রাখি মাইনা করে * উট ঘোড়া গাধা কিনে বাজারে যা পাই ॥

বেগে হাত দিয়া টাকা যত ইচ্ছা চাই * খাদ্য দ্রব্য নানা জাতী খরিদ করিয়া ॥ জঙ্গল কাটিতে আর আনি কাঠুরিয়া * দ্বিগুণ ত্রিগুন করি সবার বেতন ॥ দিব বলে ঠিক করি লোক বহুজন * ধন লোভে লোক আসে হাজারে হাজার ॥ জঙ্গল কাটিয়া সবে করে পরিস্কার * গাড়ী ভরা কত শত ইট বর্গা চুণ ॥ মজুত করিল পেয়ে মাহিনা দ্বিগুণ * এই রুপে শত শত আসে কারিগর ॥ রোজ রোজ কাজ সবে করিল বিস্তর * দালান মন্দির কত সৌধ বালা খানা ॥ তৈয়ার হইল কত কে করে ঠিকানা * দাস দাসী কত রাখি চাকর নকর ॥ হইল বিশাল পুরী অতি মনোহর * ইয়াকুত জামরুত লাল জোয়াহের ॥ পদ্য রাগ নীল কান্ত মনি সাগরের * সাজইয়া স্থানে স্থানে হীরা মুক্তা আর ॥ ঝাড় ও ফানুস রাখে হাজারে হাজার * জিনিয়া ইন্দ্রের পুরী অতি শোভাময় ॥ হুর পরী দেখে মনে জন্মিবে বিস্ময় * পুরীর চৌদিকে করে কত রাজপথ ॥ মূল্যবান পাথরের নির্ম্মাণ তাবত * ছোট রাস্তা কত শত করিল তৈয়ার ॥ পুকুর ইন্দিরা কত নাম কব আর * চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যানে নানা জাতী ফুল ॥ গোলাপ মল্লিকা বেলী কেতকী বকুল * রাস্তায়২ করে মুছাফের খানা ॥ খাদেম খাদেমা কত কে করে ঠিকানা * টাকা ধন টাকা জন টাকা জাতি কুল ॥ টাকা বিদ্যা টাকা ধর্ম্ম টাকা সর্ব্বমুল * টাকাতেই সব হয় মান ও সম্মান ॥ এ সংসারে কিবা আছে অর্থের সমান * মহামুনি সাধু অর্থ বলে হয় বশ ॥ সমাজে সংসারে অর্থে যশ অপযশ * শিশু বোকা পাগলে ও টাকা দেখি চিনে ॥ ধন্য টাকা সর্ব্বজয় এই ত্রিভুবনে * তুমি অর্থ সখা বলে ভীষণ জঙ্গলে ॥ রৌসনমুল্লুক পুরী রচে কুতুহলে * শুন বেরাদ্দর মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় ॥ খোদা যার সখা তার সব স্থানে জয় * পাহাড় জঙ্গল তার কি করিতে পারে॥ মুস্কিল তফাৎ যায় আল্লার মেহেরে*

পরীরাজ গেন্দা বাহারের লাকড়ী অভাবে কষ্ট হওয়া এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার বয়ান।

পয়ার। শুনহে মুরাদ ভাই কুকাফ কাহিনী ॥ কেবা হয় লীলাবতী কাহার নন্দিনী * গেন্দাবাহার নামে পরী অধিপতি ॥ তাহারে খিরাজ দেও যতেক ভূপতি * প্রবল প্রতাপে তার জুরি পরি স্থান ॥ দেও পরী

দেও পরী আদি সব আছে কম্পমান * এক মাত্র তার কন্যা নামে লীলা বতী ॥ ইহা ছাড়া নাহি আর সন্তান সন্ততী * লীলার আসক আমি জান তুমি ভাই ॥ আল্লার কুদ্রতে দেখ কিরূপেতে পাই * সাহা গেন্দা বাহারের যত কাঠ্‌রিয়া ॥ করিছে আমার কাজ লোভেতে পরিয়া * যত টাকা চায় সবে তত টাকা পায় ॥ অর্থ লোভে পরি স্থানে আর নাহি যায় * লাকড়ীর অভাব মহা হয় পরিস্থানে ॥ অবশেষে এখবর পরি রাজ শুনে * লাকড়ী নাহিক আর বাবুরছি খানায় ॥ তাজ্জব হইল সাহা না দেখে উপায় ॥

হর অক্তে কোটি২ পরী খায় খানা ॥ কত মন কাঠ লাগে নাহিক ঠিকানা * প্রতি দিন কাষ্ঠ লাগে বহু পরিমান ॥ লাকড়ী অভাবে সাহা হইল হয়রান * যাহিনা চাকর ঠিক কাঠ কাঠুরিয়া ॥ তথাপি অভাব হল কিসের লাগিয়া * এ বড় আশ্চর্য্য কথা না বুঝি কারন ॥ উজীরে ডাকিয়া সাহা-করে জিজ্ঞাসন * লাকড়ী অভাবে সব মরে অনাহারে ॥ কোথায় কাঠুরি গেল বলহ আমারে * উজীর তাজ্জবে রহে বুঝিতে নাপারে ॥ বলে যাই প্রতিকার করিব সত্বরে * এখনে কোটালে ভেজি কাঠুরিয়া পাড়া ॥ সবাকে ধরিয়া আনে করি বাড়ীছাড়া * হুজুরে হাজির করি গেরেপ্তার ॥ না হয় মানি কি কারনে হুকুমে বাদসার * উজির তখনি গেল খাস দরবারে ॥ কোটুয়ালে বোলাইয়া আনিল সত্বরে *

চৌপদী। উজীর কোটালে বোলাইয়া ॥ কহে কটুয়ালের তরে, চাকরী যাবে এই বারে, কোথা গেল সব কাঠুরিয়া * বাবুরছি খানায় কাঠ নাই ॥ কোথা কাঠুরিয়া গেল, কেন লাকড়ী না কাটিল, খোজ গিয়া শীঘ্র কর ভাই * বিলম্বেতে হইবে বিনাশ ॥ নাহি কর আর দেরি লোক ভেজ তাড়াতাড়ি, যদি থাকে বাচিবার আশ ॥ শুনিয়া কটুয়াল শীঘ্র যান ॥ লোক সহ নিজে খাড়া, চলিল কাঠুরি পাড়া, যা দেখিল না সরে জবান ॥ পাড়াময় দয়াময় দালান কোঠা কত ॥ যথা ধনাড্যের পল্লি, স্থানে স্থানে কত গল্লি. কে চিনিবে রাস্তা কত শত ॥ ধনী হল কাঠুরি তামাম ॥ কেটুয়ালের আগমনে. সকলে প্রমাদ গনে, আসি সবে করিল ছালাম ॥ জিজ্ঞাসেন তাদেরে কোটাল ॥ কেন নাহি কাষ্ঠ কাট, কি কারন বল পষ্ট ঘটাইলে-বিষম জঞ্জাল ॥ কাঠুরিয়া আরজ জানায় ॥ দশ টাকা প্রতি দিনে, পাই মোরা জনে জনে, কে করিব মোরা নিরুপায় ॥ শুনিয়া কটু-

য়াল সমাচার ॥ দশ টাকা রোজ করে, কোন জন দিতে পারে, বল শুনি কি নাম তাহার ॥ কাঠুরিয়া কারল বয়ান ॥ রওসন মুলুক নাম, ইরান সহরে ধাম, ধনে দানে হাতেম সমান ॥ রচে পুরী কেমন সুন্দর ॥ স্থানে স্থানে রাস্তা ঘাট, করিল আমিরি ঠাট, পুষ্পোদ্যান আদি মনোহর ॥ সাহাজাদা বড় শক্তিবান ॥ জিন পরী যত আছে, কি ছার তাহার কাছে, কেছা তার আমিরানা সান ॥ কটুয়াল উজীরে আসি কয় ॥ যে সব বৃত্তান্ত শুনে, সব কথা সে বাখানে, উজীর তাজ্জব শুনি রয় ॥ কে বুঝিবে খোদার সে খেলা ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা কয়, পাহাড়ে সাগর হয়, সব পারে পাক বারি তালা ॥

সাহাজাদা রওসন মুলুকের সহিত উজীরের মোলাকাত ও পরিচয় হইবার বয়ান ।

পয়ার । কটুয়ালের মুখে শুনি খবর সকল ॥ হইল উজীর মনে নিতান্ত চঞ্চল * বাদসার হুজুরে সব বয়ান করিল ॥ বেশী টাকা কড়ি দিয়া কাঠুরি আনিল * সাহা বলে উজীরেরে শুনহে সুধীর ॥ কুকাফ দেশেতে আমি বাদসা যে পরীর * ধনে দানে আমাকে সে করে পরাজয় যাও দেখ কেবা সেই কাহার তনয় * আদম হইয়া বটে এত শক্তিবান কেমনে আইল হেথা করহে সন্ধান * লোকজন সাতে লইয়া বহুত লস্কর॥ চলিল উজীর তবে আনিতে খবর * কিছু দুর গিয়া দেখে জঙ্গল কিনারে॥ কত শত রাস্তা বাধা কিস্মতি পাথরে * তার পরে দেখে কত সৌধ বালা খানা ॥ স্থানে স্থানে আর কত ঠাট আমিরানা * যখন পঁহুছল গিয়া মধ্যেতে পুরীর ॥ উজীর তাজ্জব রহে চক্ষু হয় স্থির * দেখিয়া পুরীর শোভা ভাবে মনে মনে ॥ পরীর রাজ পুরী তুচ্ছ ইহার সামনে * কি নাম কোথায় ধাম জিজ্ঞাসিল মোরে ॥ কি কারণে আগমন কোকাফ সহরে * আপনার নাম ধাম কহিনু উজীরে ॥ সাহাবালা খানা মোর ইরান সহরে * রওসন মুল্লুক নামে ভুবনে প্রচার ॥ কোকাফেতে আছে মোর কিছু দরকার * মনের আসল কথা করিয়া গোপন ॥ উজীরের পরিচয় কার জিজ্ঞাসন * তৎপরে উজীরের লই পরিচয় ॥ কি কারণে আগমন আশয় বিষয় * সেয়াবাহার নাম পরীর ভুপতি ॥ কোকাফের এক মাত্র তিনি অধিপতি * তাহার উজীর হই হুকুমে তাহার ॥ আসিয়াছি জানিবারে সর্ব্ব সমাচার ॥

উজীরে বসিতে দিয়া রত্নের আসন ॥ যথা রিতী সকলেরে করিয়া যতন * বাদসাহী যত ইতি ভাল ভাল খানা ॥ বিবিধ সুগন্ধ যুক্ত খাবার ছামানা * চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, সকল প্রকার ॥ সত্বর সকল দ্রব্য হইল তৈয়ার * মনি কাঞ্চনের কত মুক্তার রিকাব ॥ ইয়াকুতের বাটী ঘটা নাহিক অভাব * গালিছা মস্‌নদ্‌ কত বাদসাহী বিছানা ॥ উজীর লস্কর সহ খিলাইনু খানা * আছবাব লাজিমা দেখি তাজ্জব উজীর ॥ এছা আয়োজন করা সাধ্য কি পরীর * উজীর খাইয়া খানা হরসিত মনে ॥ বিদায় হইতে চায় আমার সদনে * উজীরে আরজ আমি করিনু তখন ॥ আমাদের ইরানের নিয়ম যেমন * মুছাফের মেহ মানে খায় যদি খানা ॥ তছরূপ করে তারা যে সব ছামনা * সে সব ছামানা করি খএরাত মেমানে ॥ আমাদের রিত ইহা জানিবেক মনে * বংশাবলী ক্রমে ইহা নিয়ম পদ্দতি ॥ কি রূপে করিব লোপ সবংশের রিতী * সোনার কুরছি কত জরীর বিছানা ॥ মূল্যবান পাথরের খরম বদনা * সুবর্ণের হুক্কা আদি ঘটী বাটী থাল ॥ মক্‌মল্‌ গালিচা আদি দস্তর রুমাল * ঝাড় ও ফানুস কত পান দান ঝারি আলনা আশি কত পালঙ্গ আলমারী * গাড়ী গাধা উট কত করিয়া বুঝাই ॥ উজীরে বকসিস করি সীমা সংখ্যা নাই * উজীর তুষ্টিত অতি তাজ্জব রহিল ॥ লাজিমা সকল লয়ে রওয়ানা হইল * গেন্দাবাহারের আগে ফরমায় উজীরে ॥ কি কহিব জাহাপানা বাক্য নাহি সরে * কত সাহাজাদা কেছা আমিরানা ॥ তার সাতে হুজুরের খাটেনা তুলনা * ধনে বংশে বোধ করি জুরি পরি স্থান ॥ তারিফে তমিজে নাই তাহার সমান * যত দ্রব্য খয়রাত কারল আমারে ॥ এত বস্তু নাহি কিবা এরম সহরে তৈয়ার করিছে কিবা মনোহর পুরী ॥ কি উপমা দিব নাই ত্রিগজৎ জুরী * তাজ্জবে রহিল সাহা শুনিয়া খবর ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় শুন বেরাদ্দর জিলা ময়মনসিংহ আমার ঠিকানা ॥ বেলদী গ্রামেতে ঘর শুন সর্ব্বজনা *

বাদসা গেন্দাবাহার রওসন মুল্লুকের নিকট লিলাবতী
পরার বিবাহের প্রস্তাবে উজীরকে
পাঠাইবার বয়ান ।

তোটক ছন্দ ।

বাদসা বলে পরী স্থান তুচ্ছ ছার ॥ ধন্য ধন্য আদমের কারব* ধন্যরা

ধন্য সাজাদার আমিরানা ॥ এছাই কোথায় নাহি যায় শুনা * দেও পরী তার কাছে পরাজয় ॥ আমিরানা দেখি সবে নত হয় * পরি স্থানে আমি বড় মনে কই ॥ তাহার দাসের কিবা যোগ্য নই * আই বড় কন্যা আছে ঘরেতে ॥ মনে আশা সাপব সুপাত্রেতে * এমন জামাইরে কন্যা সপিলে॥ চির দিন যাবে সুহালে * কুকাফী বকসিস দেও সাজাদায় ॥ মোলাকাত কর তুমি পুনরায় * লীলাবতীর ছবি নিয়া দেও তারে ॥ গুনা গুন বল বিশেষ প্রকারে * গুণে লক্ষী রূপেতে সরস্বতী ॥ জ্ঞান বিদ্যা সুসিক্ষায় গুণবতী * সাতে নেও উপহার মিষ্ট ফল ॥ সাজাদাকে খেতে দাও এ সকল * তার পর সব কথা বলিবে ॥ শুভ কথা সুপ্রকাস করিবে * কন্যার সৌন্দর্য্য কর বর্ণনা ॥ তারপর বল মনের বাসনা * উজীর বিদায় হয়ে চল যায় ॥ পয়ারে হাফেজ উল্লা মুন্সী গায় *

উজীর লীলাবতী পরীর সহিত সাহাজাদা রৌসন মুল্লুকের বিবাহের প্রস্তাব স্থির করিবার বয়ান।

পয়ার। বাদসার হুকুম পরে ভাবিয়া রব্বানা ॥ উজীর আমার কাছে হইল রওয়ানা * কুকাফের ভাল ভাল যত মিষ্ট ফল ॥ নজর বকসিসলয় সঙ্গেতে সকল * আর লয় কোকাফের সুগন্ধি আতর ॥ সঙ্গে করি লয় বহু সিপাই লস্কর * যে খানে ছিলাম আমি খাস দরবারে ॥ পঁছিল উজির অতি হরিষ অন্তরে * উজীর আসিয়া করে আমাকে ছালাম ॥ তার পরে দিল সব বকসিস এনাম * খানা পিনা করি দোহে খুসালিত দেলে ॥ বসিলাম দুই জনে বৈঠক মহলে * উজীর পরীর কথা আমাকে জানায় ॥ লীলাবতীর পটখানা আমাকে দেখায় * রূপে গুনে সর্ব্ব ধন্যা পরী লীলাবতী ॥ রূপে লক্ষী সম কন্যা গুণে সরস্বতী * মনে মনে বলি আমি আল্লা হক নাম ॥ তোমার কৃপায় বুঝি সিদ্ধ হবে কাম * আল্লার দরগায় ভেজি হাজার সুকরানা * প্রকাশ্যে উজীরে কহি মনের বাসনা * বিবাহ করিতে আমি কারনু স্বীকার ॥ শুনিয়া উজীর হল তু ত হাজার * নির্দ্ধারিত করি দোহে শুভ দিন ক্ষন ॥ পরীরাজ করিবেক খরচ বহন * বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া উজীর ॥ পরী রাজ যথা গিয়া হইল হাজির * বাদসাকে জানায় তবে সব সুখবর ॥ সংবাদ শুনিয়া সাহা হরিষ অন্তর * খুসী হালে বিব

হের করে আয়োজন ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা অতি মুখ অভাজন * বেলদী গ্রামেতে ঘর মমনসিং জিলা ॥ পরগনা হাজরাদী কেতাব রচিলা *

সাহাজাদা রওসনযুল্লুকের বিবাহ করিতে পরিস্থানে যাইবার বয়ান।

ত্রিপদী। শুনহে মুরাদ ভাই, একে একে বলি যাই যত সব দুখের খবর॥ সুখে মোর হল দুখ, মনে হলে ফাটে বুক, শুন বলি তোমার গোচর * শুনিয়া উজির মুখে, পরী সাহা মহাসুখে, বিবাহের করে আয়োজন॥ কতই বাদসাহী খানা, কে করিবে সে ঠিকানা, যোগাইল পরীর রাজন * নর্ত্তক নর্ত্তকী কত, বাদ্য কর শত শত, নানা রূপ নাচ বাদ্য গান ।। শুভ দিনে শুভক্ষনে, পরীরাজ নিকেতনে, হয় কত আওয়াজ কামান * হাতী ঘোড়া কত আর, সুবাহন বেশুমার, মোরে নিতে দিল পাঠাইয়া ॥ সাহানা লেবাছ পরি, পরীস্থানী রথেচরি, পছিলাম জামাতা হইয়া * সুবর্ণ চাদোয়া উড়ে, পরীরা চামর নারে, বিছানা সে মছলন্দ জরির ॥ ঝাড় ও ফানুস কত, চতুর্দ্দিকে শত শত, কি বর্ণিব মহিমা খুবির * পরীরা কুর্নিস করে, আগ বাড়াইয়া মোরে, বসাইল পরম যতনে ॥ মানিকের সিংহাসনে, বসিলাম হৃষ্টমনে, পাও রাখি জরির বিছানে * সাজাইয়া লিলাবতী, পরীরাজ দ্রুত অতি, সাতে দিয় শত সহচরি ॥ মাতা পিতা সহ আসে, আশি মোর বাম পাশে, বামাসনে বসিলেক পরি * নিরুপম রূপ তার, তুলনা কি দিব ছার, হুর আদি দেখি লজ্জা পায় ॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা বলে, কিতুলনা মহীতলে, তোটকের ছন্দ কিছু গায় *

লীলাবতী পরীর রূপ বর্ণনা।

তোটক ছন্দ ॥

কি দিব পরীর রূপের বর্ণনা ॥ নিরুপম উপমাত খাটেনা * বদন কমল তার মনোহর ॥ জিনে শোভা কোটী কোটী শশধর * বড় বড় চক্ষু কিবা শোভা পায় ॥ মৃগের নয়ন তুচ্ছ শেষে শোভায় * হটাৎ দেখিলে লীলাবতীর চুল ॥ কাল মেঘ বলি মনে হবে ভুল * কতরূপ ধরেছে গোলাপ ফুল ॥ পরীর ঠোঁটের নহে সমতুল * হাতীর চলনে শোভা কিবা আর ॥ পরীর চলার কাছে তুচ্ছ ছার * মানিকের হার দেখ শোভাময় ॥ পরীর দাঁতের কাছে কিছু নয় * এমন চিকন মাজা অতি কম ॥ ভাঙ্গিয়া যাইবে

বলি, হয় ভ্রম * লীলার জবান যার হয় গোচর ॥ সে নাবলে কোকিলের মিষ্ট স্বর * চক্ষের চাহনি তার মৃত্যুবাণ ॥ যে দেখেছে দিতে চায় নিজ প্রাণ * হস্ত পদ সব তার সুগঠন ॥ হেরিলে টলিবে মহামুনির মন * দাড়াইলে চুল গুলি ছাড়িয়া ॥ পদ তল চুলে যাবে ঢাকিয়া * মূল্যবান প্রস্তরের অলঙ্কার ॥ পরিয়াছে তজু পরি কি বাহার * লীলাবতী চক্ষু মেলি যদি চায় ॥ স্বর্গের অপ্সরা হুর লজ্জা পায় * মুক্ত কেশে পরী দেখে নজরে ॥ সাপিনি লজ্জায় যাবে বিবরে * অতুলন রূপ তার তুলনা ॥ কি দিব অধিক আর দিব না * আল্লা ভাবি মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় ॥ শুনহে ফকির বলি সমুদয় ॥*

পরীস্থানী প্রথা মতে সাহাজাদার সহিত লীলাবতীর শুভ বিবাহ হইবার বয়ান।

পয়ার ॥ শুনহে মুরাদ ভাই শুন দিয়া মন ॥ কিরূপে হইল মোর বিবাহ বন্ধন * নর্ত্তকী নর্ত্তক কত নাচে আর গায় ॥ নানারূপ বাদ্য কত পরীরা বাজায় * আমোদে মাতিয়া তবে পরীরা সকলে ॥ কত রূপ খেলা সবে খেলে কুতুহলে * সুগন্ধি কুসুম মাল্য করিয়া রচন ॥ বিবাহ আসর কৈল অতি সুশোভন * ঝাড় ও ফানুস জ্বলে হাজারে হাজার ॥ বারুদের কত শত বাজী কি বাহার * হেন কালে কোকাফের চির প্রথা মতে বরমাল্য দেয় পরী আমার গলেতে * যথা বিধি করি দোহে বিবাহ বন্ধন ছাড়া ছাড়ি নাহইবে থাকিতে জীবন * আমার শশুর হয়ে সজল নয়ন লীলাবতী মোর হাতে করে সমর্পন * খাট ও বিছানা আংটী চেন ঘড়ি কত ॥ করিল আমাকে দানদ্রব্য শত শত * যার জন্য যথা তথা ফিরি বনে বনে। ধন্য খোদা মিলাইয়া দিলে এত দিনে * তোমার মহিমা খোদা কে বুঝিতে পারে ॥ উইছফেরে মিলাইয়া দিলে জোলেখারে * লা ইলি মজনুর প্রেম মহিমার বলে ॥ শিরি ফরহাদের মিল যেরূপে করিলে * সেরূপে করিলে পূর্ণ খোদা মোর আশা ॥ অনাথের নাথ তুমি জীবনে ভরসা * হাজার শুকুর করি খোদার দরগায় ॥ লীলাবতী সহ সুখে কত দিন যায় * আমোদে আহ্লাদে দিন কাটে পরীস্থানে ॥ লীলাবতী সহ সদা সহাস্য বদনে * লীলার প্রেমেতে সব গেছিনু পাসরি ॥ অকস্মাৎ মাতৃ স্নেহ গেল মনে পড়ি * জন্মভূমি ইরানের মা বাপের কথা ॥ মনেতে উদয় হয়ে

পাইলাম ব্যথা * ইরানে যাইতে ইচ্ছা হল যদি মনে ॥ মনের বাসনা কহি লীলার সদনে * শশুর শাশুরী কাছে মাগিনু বিদায় ॥ ইরান সহরে গিয়া দেখি বাপ মায় * বহুদিন আছি আমি মা বাপ ছাড়িয়া ॥ মরিল জননী বুঝি কান্দিয়া কান্দিয়া * শশুর শাশুরী দোহে কান্দিতে কান্দিতে ॥ বিদায় করিল মোরে ইরানে যাইতে * বেগ ও বিছানা সহ পরীকে লইয়া ॥ উঠিলাম সিংহাসনে ইলাহি ভাবিয়া * হুকুম করিনু চলি যাও সিংহাসন ॥ যেখানে দুপথে যাই দুস্ত দুই জন * নামাও দুপথ যথা মিলে সন্ধিস্থলে ॥ পাইব দুস্তের দেখা থাকিলে কপালে * তির বেগে তখনি চলিল সিংহাসন ॥ পার হয়ে গেল কত বন উপবন * তে পথীর যেই ক্ষনে নামে সিংহাসন ॥ নামিয়া দেখিনু বহু অশুভ লক্ষণ * কুলক্ষণ দেখি আমি ভাবি মনে মনে ॥ কপালে থাকিলে দুখঃ খণ্ডাব কেমনে * মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় কি কর ভাবনা ॥ খণ্ডিতে নাপারে কেহ ভাগ্য বিরম্বনা * রদ কে করিতে পারে বিধির বিধানে ॥ নির্ভর করহ সেই পাক ছোবাহানে *

সাহজাদা রওসন মুল্লুক লীলাবতী সহ উজীর
জাদা খল সাহার সহিত সাক্ষাৎ পাইয়া
দেওয়ের নিকট মোর্দ্দারের লাস নিজের
রুহুকে বদল করিবার ইছিম শিখিবার
ও সাহাজাদা কাক হইবার বয়ান।

ত্রিপদী

শুনহে মুরাদ ভাই, একে একে বলি যাই, পথে যদি নামে সিংহাসন ॥ দুই দৈত্য কথা কয়, শুনি মনে লাগে ভয়, মন দিয়া করিনু শ্রবণ * এক দৈত্যে দেয় শিক্ষা, মন্ত্র ও ইছিম দীক্ষা, অন্য দৈত্য হয় তার ভাই ॥ ইছিম তাজ্জব অতি, শুন বলি তব প্রতি, ইছিমের মোরতবা জানাই ॥ মৃত দেহ প্রতি চাইয়া, ইছিম পড়িলে ভাইয়া, মৃত দেহ হইবে জীবিত ॥ নিজ দেহ পড়িরবে, মোর্দ্দার জীবিত হবে, ইছিমের কার্য্য বিপরীত * দানবের শব্দ জোরে শুনিতে পাইনু দূরে, শিখিলাম তামাম ইছিম ॥ অন্ত পথে দুস্ত ছিল, সেও তাহা শুনিতে পাইল, শিক্ষা করে দেওয়ের তালিম * কেবুঝে খোদার লীলা, দেখনা ইছিমের খেলা, দুস্ত আমি শিখি দুই

জনে ॥ কত কষ্ট তথা পাই, দুখেঃর অবধি নাই, ভেড়া দুস্ত হয় কি কারণে * দুই দুস্ত এক সাতে, পরী সহ চলি পথে, দুস্ত মোরে করে জিজ্ঞাসন, তিন দ্রব্য দানবের, পরিস্থান কোকাফের, যত ইতি করিনু বর্ণন * একে একে সব কথা, মনের সকল ব্যথা, দুস্তে কহি সর্ব্ব সমচার ॥ এই রূপে পথে চলি, শুনহে ফাকির বলি, কেবুঝিবে কুদ্রত আল্লার * পথে গিয়া কিছু দুরে, দেখিনু পথের পরে, মরা কাক একযে মোর্দ্দার ॥ কাকের মোর্দ্দার হেরি, ইছিম পরখ করি, জোরে মন্ত্র পড়ি তিন বার * মরা কাক জিন্দা হল, লাস মোর পড়ি রইল, দুস্ত মোর পাইয়া সুযোগ॥ চাইয়া মোর লাস পানে, তিন বার ইছিম টানে, তাই মোর কপালে দুর্ভোগ * কাক পাখী আমি গাধা, দুস্ত হইল সাহাজাদা, দেখ দুষ্ট কোন কার্য্য করে॥ নিজ লাস লয়ে ভণ্ড, কাটী করে খণ্ড খণ্ড, তার পর ফেলাইল দুরে * সব দেখে লীলাবতী, সুচতুরা ছিল অতি, দুস্ত মোর পরী লয়ে যায় ॥ কাক হয়ে উড়ি আমি, দুখঃ জানে অন্তর্যামী, কি করিব নাদেখি উপায় * পরী সহ দুস্ত যায়, দেখা দিল বাপ মায়, মা বাপের খোসাল অন্তর ॥ পুত্র বলি তারা জানে, পরী কিন্তু মনে মনে, বিষাদিত থাকে নিরন্তর * পরী দেখি খুসী মনে, দুস্ত মেরা পরীসনে, আমোদ আহলাদ করি ধরে ॥ পরী বলে একি রীত, কার্য্য দেখি বিপরীত, কেন তুমি ছুইলা আমারে * পরীর নিয়ম মত, করার করিলা কত, পরিস্থানে মা বাপের সনে ॥

বৎসরেক ভিন্ন রবে, না ধারবে না ছুইবে, সেই কথা ভুলিলে কেমনে। দুস্ত ভাবে মনে মনে, বোধ করি পরী স্থানে, সাহাজাদা করিল কারার। বলে মাপ কর কন্যা, তুমিহে পরম ধন্যা, ভূল মাপ করহে আমার। পরী বলে কেন ভ্রম, এক বৎসর এক ক্রম, না আসিও আমার মন্দিরে। তুমি থাক বহির্বাটী, বাত্ত জান এই খাটি, আমি থাকি মহল অন্দরে॥ এরূপ মক্কর করি, আমাকে ডাকিল পরী, আমি তার বসিলাম হাতে। যত্নে বলে পরী মোরে যাও নাথ যাও দুরে, বৎসরেক থাকি যে তফাতে॥ অন্য জীব মরা পাইলে, তখই ইছিম বলে, কর গিয়া কালেব বদল। না করিও চিন্তা মনে, আল্লা করে কোন দিনে, দুখঃ ঘুচে হইবে মঙ্গল॥ মুন্সী হাফেজ উল্লা বলে, আওরত মক্কর বলে, করতে পারে অসাধ্য সফল। নারীর হঠাৎ জ্ঞান, সেক সাদী হয়রান, ধন্য নারী বুদ্ধির কৌশল॥

খল সাহা কাক মারিবার ছল করে ও আমি কাক দেহ ত্যাগ করিয়া তোতা পাখী হইবার বয়ান।

পয়ার। আঙ্গুল ফুলিয়া দোস্ত হইয়া কলা গাছ ॥ খোদাকে না ভয় করে মানে আগ পাছ * কোটালে ডাকিয়া বলে শুনহে খবর ॥ যত কাক পখী পাও রাজ্যের ভিতর * সকল মারিয়া কর কাকের নির্বংশ ॥ কৃষ্ণ বধ হেতু যথা করে ছিল কংস * মুছাকে মারিতে যথা করে ফেরাউন সত্তর হাজার শিশু করে ছিল খুন * যত ক্ষন খোদা সখা কে মারিতে পারে ॥ নিয়তির বাধ্য সব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে * আমাকে মারিতে পাপী করে প্রাণপণ ॥ খোদার কৃপায় মোর রাহিল জীবন * কটুয়ালে বলে পাপী করিতে প্রচার ॥ প্রতি কাকে পাঁচ টাকা পাবে পুরস্কার * রাজ্য ময় কাক বধ কাকের সন্ধান ॥ কাক বধ মহা কার্য্য জীবিকা প্রধান * এক কাক মারে যেই পাঁচ টাকা পায় ॥ কাক বধ বিনে রাজ্যে অন্য কার্য্য নাই ॥ বিপন্ন হইয়া আমি রাজ্য ছাড়ি যাই * খোদাকে ডাকিয়া কান্দি যাব আর কোথা ॥ হেন কালে চক্ষে দেখি মরা এক তোতা * খোদার দরগায় ভেজী সুকুর হাজর ॥ ইছিম পড়িনু তবে জোরে তিন বার * কাক দেহ মৃত ভাবে রহিল পড়িয়া ॥ তোতা পাখী হইয়া আমি চলিনু উড়িয়া * আল্লার কুদ্রত ভাই কে বুঝিতে পারে ॥ উপনীত হইনু গিয়া মিছির সহরে * অতি শোভা ময় সেই মিছির সহর ॥ দেখিনু মিনার তিন অতি উচ্চতর * পিরামিড্ নাম তার ভূবনে প্রচার ॥ দূর থাকি দেখা যায় মরি কি বাহার * লোহিত সাগর তট অতি শোভাময় ॥ এখানে থাকিতে মোর মনে সাধ হয় *

তোতা পাখী মিসরের বাদসার ছেলেকে পড়াইবার বয়ান ॥

পয়ার মিসরের বাদসাহ বড় নাম দার ॥ নারিকেল বৃক্ষ বহু হাউলিতে তাহার * আমি বাসা লই এক বৃক্ষের কোটরে ॥ কিছু দিন থাকি তথা হরিষ অন্তরে * একদিন সাজাদাকে উস্তাদে পড়ায় ॥ কোরান গলদ পড়া সহা নাহি যায় * কোটরে থাকিয়া আমি বৃক্ষের কোটরে ॥ শুদ্ধ ভাবে বাতাইয়া দিনু সাজাদারে * উস্তাদ সাগরিদ দোহে অজুবে রহিল ॥ উপর হইতে পড়া কেবা বাতাইল * এইরূপে শুদ্ধ পড়া বাল

প্রতি দিনে ॥ সাজাদা জানায় সব বাদসার সদনে * সাহা বলে কি বলিব না সরে জবান ॥ তোতা পাখী কবে কোথা পড়েছে কোরান * অবশ্য হইবে কোন বাদসার নন্দন ॥ যাদু ইছিমের জোড়ে হইল এমন * এ বলিয়া আসে সাহা নিকটে আমার ॥ আস তোতা ভয় নাই বলে বার বার* তোমাকে রাখিব আমি সুবর্ণ পিঞ্জরে ॥ বাদসাহী খানা দিব খাইবার তরে * ইচ্ছা মত যথা তথা যাইতে পারিবে ॥ কোন মতে কেহ কিছু বাধা নাহি দিবে * নির্ভয় হইয়া তবে বাদসাহের হাতে॥ আল্লাকে ডাকিয়া তবে বসি তার হাতে॥ সুবর্ণের পিঞ্জিরাতে পাইয়া আসন ॥ বাদসাহী খানা পানা করিয়া ভোজন * খুসি হালে এইরূপে কিছু দিন যায় ॥ থাকিয়া পরম সুখে ভাবিয়া খোদায় * বাঘের সাবক যদি হয়রে দুর্ব্বল ॥ শত ছাগালের কাছে তবুও মহাবল * অগ্নি শিখা নিবে তবু উর্দ্ধ দিকে গতি ॥ সাহার সাহানা খানা খাইবারে মতি॥* এক মনে যেই যাহা করিবে প্রার্থনা ॥ আল্লা তালা পুর্ণ করে তাহার বাসনা * মুন্সী হাফেজ উল্লা আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন ॥ মাপ কর দোষ খাতা যতেক মমিন*

মিছিরের বাদসার নিকট শঙ্খিনী পেশাকরের নালিশ ও তোতা পাখী বিচার নিস্পত্তি করিবার বয়ান ।

পয়ার। দেল দিয়া শুন ভাই মুরাদ ফকির ॥ মিসরের রাজ ধানী বড়ই খুবির * যখন বাদসা বসে খাস দর বারে ॥ চারি দিক শোভা করে চল্লিশ উজিরে * উজীর তামাম তার বড় বুদ্ধিমান ॥ লোক মান হেকিম নয় তাহার সমান * উজীর লইয়া সাহা করেন বিচার ॥ দরবারে আমি যাই সাতেতে তাহার * সোনার পিঞ্জরে থাকি দর বারে বসিয়া ॥ সুবিচার দেখি সদা পিঞ্জরে থাকিয়া * এক দিন মহা ধুম ধাম বসিছে দরবার ॥ শঙ্খিনী নামেতে আসে এক পেসাকর * সাহি দরবারে বেশ্যা করে ফরিয়াদ ॥ কছিমদ্দি নামে মর্দ্দ ঘটাইল ফছাদ * শত করা দশ টাকা সুদ প্রতি মাসে ॥ দিবে শত টাকা নিল মোর পাশে* তিন বৎসরের মধ্যে করিবে আদায় ॥ অন্যাথায় ম্যাদ যদি গত হয়ে যায়* এক সের মাংস আমি তাহার বুকের ॥ কাটিতে পারিব এছা সর্ত্ত দলীলের* ম্যাদ অতিত হলে টাকা নাহি দিবে॥ এক সের মাংস কাটা এক্তিয়ার হবে*

চারি বৎসরের বেশী গত হয়ে যায় ॥ সুদ ও আসল কিছু নাহিক আদায় * তলব করিয়া তারে কহ জাহাপনা ॥ কাটিব বুকের মাংস মনের বাসনা * বেশ্যার নালিশ মতে তবে মহিপাল ॥ আসামী আনিতে ভেজে তখুনি কোটাল * কিছু পরে আসামিকে করিল হাজির ॥ বেশ্যায় দাখিল করে দলীল নজির * সাহাবলে কাছিমদ্দি কি তব জবাব ॥ কর্জ্জ টাকা নাহি দেও কেমন স্বভাব * সত্য সর্ত্ত দলীলের কিম্বা মিথ্যা দাবী ॥ কি জবাব দিতে চাও বলহে সিতাবী * দুঃখি খ্ণি কাছিমদ্দি জোর করি হাত ॥ শত বার বাদসারে করে প্রনি পাত * মিছানা বলিব আমি শুন জাহাপনা ॥ যথার্থ দলীল ইহা সর্ত্ত ও ঠিকানা * এক বাক্য মিথ্যা নহে এই দলীলের ॥ কি করিব জাহাপনা মোর ভাগ্য ফের * অভাবে স্বভাব নষ্ঠ শাস্ত্রের বচন ॥ অভাবেতে এই দশা শুনহে রাজন * শঙ্খিনী নারাজ আছে আমার উপর ॥ বদ কামে আমি আছি সদাই কাতর * শঙ্খিনীর প্রেমসখা ছিল এক জন ॥ রোজ রোজ দিত সেই বহুতর ধন * পাপের বিশম ফল দুজখের ভর ॥ দেখাইয়া তারে করি ধার্ম্মিক প্রবর * এখন তাহার আর নাই পুর্ব্ব ভাব ॥ কুপথে না চলে হল সাধুর স্বভাব * এই জন্য শঙ্খিনীর মনে মনে ক্রোধ ॥ কলে ও কৌশলে মোর লবে প্রতিশোধ * সাহা বলে দলীলের সর্ত্ত মান তুমি ॥ এই সব বাজে কথা নাহি শুনি আমি * হুকুম করিল সাহা শঙ্খিনী বেশ্যারে ॥ যাও মাংস কাটি লও দিলাম বিচারে * কছিমদ্দি আর তার আত্মীয় স্বজন ॥ কান্দিয়া বেশ্যারে বলে বিনম্র বচন * মাপ দেও মহাজন এই দরিদ্রেরে ॥ লাচার গরিব এই না খাইয়া মরে * এর বুক কাট যদি ঘটিবে মরন ॥ কিরূপে বাচিবে বল এর শিশু গণ * বেশ্যা বলে টাকা মোর রক্তের সমান ॥ যে নাদেয় শত্রু সেই বধিব পরাণ * কছিমদ্দি কান্দে শুনি করি হায় হায় ॥ বন্ধু বান্ধব সবে কান্দে উভরায় * পাত্র মিত্র যত সব সভাসদ গণ ॥ অধীর হইয়া সবে করয়ে রোদন * মহাকান্না কাটী হয় জুড়িয়া দরবার ॥ তথাপ্রে নাহিক গলে অন্তর বেশ্যার * ধিক্ ধিক্ সুদখোর নীচাশয় মন । নরাধম পশু নাই তোমদের মতন * কুসিদ গ্রহণে আত্মা অতি নীচ হয় ॥ পরদুখেঃ কিছু মাত্র গলে না হৃদয় * অন্তর কঠিন হয় যেমন পাথর ॥ একারণে সুদ বানা কোরাণ ভিতর * সুদ সুরা জিনা কিনা জানিবে সমান ॥ করিবে বর্জ্জন সদ ভাই মুসল মান * কোরানেতে মহা পাপ কুসিদ গ্রহণ ॥ মোর

-বার লিখা আছে করিতে বর্জ্জন * অধিক কুসিদ লওয়া হিন্দু শাস্ত্রে পাপ
সুদ খোর কোন দিন নহেক নিস্পাপ * ইঞ্জিল কিতাবে সুদ ঘৃনার বিষয় ॥
সুদের কারনে অতি অত্যাচার হয় * এখন কলির শেষ ধর্ম্মা ধর্ম্ম নাই ॥
আজ কাল সুদ খোর সব জাতি ভাই * কালী পুর যায় লোক সুদ অত্যা
চারে * থাল ঘটী লোটা বাটি বাড়ী বিক্রি করে ॥ সুদের প্রকোপে দেশ
হইল উজার ॥ টাকা লগ্নি মহা কার্য্য জিবিকা সবার * অতিরিক্ত সুদে
দেশে শব্দ হাহাকার ॥ সুদ না কমিলে দেশ যাবে ছার খার * সদাশয়
ইংরেজের সুশাসন বলে ॥ অত্যাধিক সুদ আর নেওয়া নাহি চলে *
টাকা প্রতি আধ আনা হইবে মঞ্জুর ॥ গরিবের পক্ষে ইহা মঙ্গল প্রচুর *
সরকারী লোন আফিসে হয় উপকার ॥ অল্প সুদে গরিবেরা করে কার্য্যো-
দ্ধার * স্থানে স্থানে লোন আফিস করিয়া স্থাপন ॥ রাজা রানী দরিদ্রেরে
করিছে পালন * সুদ জিবী যত সব রাক্ষস সমান ॥ ইংরেজের সুবিচারে
আছে ম্রিয় মান * গরিবের মাতা পিতা বৃটিশ ভূপতি ॥ রাখিবেন সুনজর
গরিবের প্রতি * রোদনের মহা ধুম পড়িছে দরবারে ॥ পিঞ্জিরায় থাকিয়া
আমি কহিনু সাহারে * ইহাত বিচার নয় শুন নামদার ॥ হুকুম করিলে
আমি করি সুবিচার * সাহা বলে বেশ কথা করহে ফয়ছল ॥ সুবিচারে
তুষ্ট আমি দেশের মঙ্গল * তখন কহিনু আমি বেশ্যারে ডাকিয়া ॥ এক
সের মাংস তুমি লইবে কাটিয়া * দলীলের সর্ত্ত মত মাংস কাটি লবে ॥
সাবধান রক্ত পাত কভু না করিবে * রক্ত পাত কর যদি লইব গর্দ্দান ॥
সর্ত্ত মত কাজ কর হইয়া সাব ধান * এ কথা শুনিয়া বেশ্যা মনে
পেয়ে ভয় ॥ নত শির হয়ে রহে কথা নাহি কয় * বেশ্য বলে তোতা
মোর কৈল সর্ব্বনাশ ॥ সাহাবলে সুবিচার সাবাস সাবাস * কবি বলে তাজী
ঘোড়া হীন যদি হয় ॥ শত শত গাধা তার কাছে কিছু নয় * টিনের খাপের
মধ্যে তরবারী ধার ॥ মাকালের ভিতরেতে নিতান্ত অসার * তোতার
ভিতরে রুহু বড় সক্তি বান ॥ মিসরের সাহা নহে তাহার সমান *

শঙ্খিনীর তোতাকে ধরিয়া খাইবার চেষ্টা ও তোতার মুক্তি লাভ ও শঙ্খিনীর দেব ভক্তির বয়ান।

পয়ার।

শুনহে মুরাদ ভাই দুখঃ সমাচার ॥ নূতন বিপদ ঘটে করিয়া বিচার *

শঙ্খিনী বাটীতে গেল বিষন্ন অন্তরে॥ আমাকে সে নানা রূপ অভিশাপ করে * কুটীল কুলটা জাতী সব ফাঁকা জানে ॥ আমাকে ধরিতে ফাঁদ স্থির করে মনে * তাহার ইয়ার ছিল দুষ্ট এক জন ॥ তাহাকে করিল বাধ্য দিয়া প্রলোভন * জয়নব লোভে করু হছেনে সংহার॥ জিয়াদ কুফাতে লোভে করে কি ব্যাপার * জিনাকার শঙ্খিনীর লোভেতে পরিয়া॥ আমাকে তাহার হাতে দিলেক ধরিয়া * আমাকে পাইয়া বেশ্যা বলে ক্রোধ ভরে॥ ওগো বিধি দাসী মার এই যে তোতারে * এই তোতা সর্ব্ব নাশ করিল বিচারে॥ খাইব ইহার মাংস দেও ভাজা করে * আমি যাই নদী ঘাটে করিতে গোছল ॥ তুমি তোতা ভাজা কর বিলম্বে কি ফল * একথা বলিয়া বেশ্যা নদী তটে যায়॥ খোদাকে ডাকিয়া কান্দি না দেখি উপায় * বুঝিলাম জীবনের নাই বুঝি আশা॥ খোদা তালা এক মাত্র বিপদে ভরশা * সঙ্কটে পরিছি খোদা না দেখি উপায়॥ লীলাবতী কোথা রৈল মা বাপ কোথায় * হেন কালে বিধি দাসী ছুড়ি লয়ে হাতে॥ রাগ ভরে দাড়াইল আমাকে বধিতে * লম্বা পাখা কত গুলি ফেলিল ছিড়িয়া॥ তখন বিধিকে বলি মিন্নতি করিয়া * পরানে বাচাও বিধি তোর পায় ধরি॥ মুরুগের বাচ্ছা আনি দেও ভাজা করি * শঙ্খিনী হইবে খুশী বাচিব পরানে॥ উপকার পাবে আমি থা কলে জীবনে * শঙ্খিনীর যত আছে টাকা কড়ি ধন ॥ কৌশলে তোমারে সব করিব অর্পন * তোমাকে করিব হেথা সর্ব্ব অধিকারী॥ দোহাই তোমার বিধি দেও মোরে ছাড়ি * সাহাজাদা লোভে করিল বন্ধন॥ পুনঃ দেখ বিধি লোভে করিল মোচন * মিন্নতি ও নানা রূপ প্রলোভনে পরি ॥ খোদার মেহেরে মোরে বিধি দিল ছাড়ি * লোভেতে সাধন হয় কার্য্য অসম্ভব॥ লোভে পরি কিনা করে অবোধ মানব॥ লোভেতে ডুবরী নামে সমুদ্রের জলে॥ লোভেতে খনির কুলি নামেরে পাতালে * লোভে কেহ নিজে মরে কিম্বা কারে মারে॥ লোভের অপার খেলা এ বিশ্ব সংসারে * মিন্নতি শুনিয়া বিধি দিল মোরে ছাড়ি ॥ ছিড়া পাখা লয়ে আমি উরিতে না পারি * শঙ্খিনীর ছিল এক পূজার মন্দির ॥ কোন মতে সেই খানে হইনু হাজির * মূর্ত্তির উপরে আমি থাকি লুকাইয়া॥ এদিকে শঙ্খিনী আসে গোছল করিয়া * মুরগীর বাচ্ছা ভাজা বিধি দিল তারে॥ শঙ্খিনী খাইল ভাজা হরিষ অন্তরে * রোজ রোজ যায় বেশ্যা পূজার

মন্দিরে॥ দুধ কলা ভোগ দেয় তার দেবতারে * মুখে মুখে দেখ নাম অন্তরে গরল ॥ কি রূপে হইবে বল সাধনা সফল * যখন চলিয়া যায় করি উপাসনা॥ দুধ কলা খাই আমি শঙ্খিনী জানেনা * প্রতি দিন ভোগ দেয় যত দেবতারে ॥ খাইল দেবতা ভোগ পায় দেখিবারে * তুষ্টিত হইয়া করে প্রসাদ গ্রহণ ॥ দেবতার সুনজরে অতি তুষ্ট মন * ভাল ভাল ভোগ দিয়া করে আরাধনা॥ সংসার করিতে ত্যাগ জানায় বাসনা * লুক্কাইত ভাবে আমি কহিনু তখন ॥ শুনহে শঙ্খিনী বেশ্যা আমার বচন * যে ভাবেতে কর তুমি আমার অর্চ্চনা॥ মহা তুষ্ট আছি দেখি তব আরাধনা * সত্বরে তোমারে লয়ে যাব স্বর্গ পুরে॥ খাটি ভাবে কয় দিন থাক গিয়া ঘরে * একথা শুনিয়া বেশ্যা হরিষ অন্তর॥ বিধিব কাছেতে গিয়া জানায় খবর * তিন বেলা ভোগ দেয় মহা আরম্বরে॥ তিলক করিয়া থালী মালা জপ করে * অন্তরে অসুর বুদ্ধি গলে মালা ধরে ॥ বিড়াল তপস্বী বহু আছেরে সংসারে * মনে সদা পাপ কার্য্য মুখে দেব নাম॥ কেমনে হইবে পুর্ণ তার মনস্কাম * একদিন বেশ্যা আসি উপাসনা করে ॥ কহি আমি দৈব বানী লক্ষ্য করি তারে * তোমার কান্দনে টলে আমার আসন ॥ তোমারে করাব এবে স্বর্গ আরোহণ * তোমার স্বর্ব্বস্ব যত টাকা কড়ি ধন ॥ দলীল লিখিয়া কর বিধিকে অর্পন * বৈষ্ণবের বেশ ধর মাথা মুড়াইয়া॥ নাকে মুখে দাগ দেও সাত্ত্বিক হইয়া * বেশ্যার সৌন্দর্য্য যত সব কর দুর॥ তবেত উঠাইয়া আমি লব স্বর্গ পুর * বিধিকে সর্ব্বস্ব গিয়া করি আস দান॥ তার পরে আস স্বর্গে করিব প্রস্থান * শঙ্খিনী শুনিয়া সব তুষ্টীত অন্তর॥ বিধিকে ডাকিয়া বলে শুনহে খবর * সুখ নাই কিছু মাত্র এপুড়া সংসারে॥ সকল ছাড়িয়া আমি যাব স্বর্গ পুরে * বাড়ী ঘর জাগা জমি ধন টাকা কড়ি॥ সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যাব তোকে দান করি * সরগ দেখিয়া যদি আসি পুনরায়॥ আমার সকল বস্তু দিবেলো আমায় * বিধি বলে একি কথা ওগো ঠাকুরাণী॥ স্বর্গে গিয়ে ফিরে আসে কভু নাহি শুনি * বেশ্যা বলে শাস্ত্র মোর নাহয় প্রত্যয় ॥ স্বর্গে গিয়া ঘুচাইব মনের সংশয় * একিন বিশ্বাস জান ধর্ম্ম কার্য্যে বল॥ বিধি বলে সাস্ত্র পাঠে নতুবা কি ফল * বেশ্যা বলে ঠিক এবে করিয়াছি মন॥ আরনা আসিব স্বর্গে করিব গমন * বিধিকে দলীল লিখে সব করে দান॥ দাগ দিয়া কুৎসিত করে

মুখ কান * কুরূপ কদর্য হয় মাথা মুড়াইয়া ॥ মণ্ডপে চলিল বেশ্যা কান্দিয়া কান্দিয়া * মন্দিরে-আসিয়া মোরে করে নমস্কার ॥ বিদায় করিতে বিধি সঙ্গে আসে তার * লম্বা পাখা যত মোর বিধি ছিড়েছিল ॥ এত দিনে নয়া পাখা আমার হইল * এখন উড়িতে পাড়ি অতি বেগ ভরে ॥ তখন কহিনু আমি শঙ্খিনী বেশ্যারে * যেই তোতা তোরে বেশ্যা হারাইল বিচারে ॥ যাহারে খাইলে তুই সাধে ভাজা করে * সেহ তোতা আজ তোরে নিবে স্বর্গ পুর ॥ পাপিনা শঙ্খিনা তুই হইয়া যালো দুর * শঙ্খিনীর ধন লয়ে বিধি থাক সুখে ॥ চলিলাম এবে আমি ইরাণ মুল্লুকে * শুন বিধি তোর সনে ছিল মোর পণ ॥ দিব তোরে কৌশলেতে শঙ্খিনীর ধন * শঙ্খিনীর টাকা কড়ি ধন বাড়ী ঘর ॥ মালিক হইলে তুই সবার উপর * এবলিয়া উড়ি আমি আল্লা ভাবি মনে ॥ বাসনা কখন যাব লীলার সদনে * বৎসরেক কাল দেখ হয়ে গেল পার ॥ এখন ইরানের যাওয়া অতি দরকার * বৎসরের তরে পরী দিয়াছিল ফাঁকী ॥ শেষ হয়ে গেল আর বেশী নাই বাকী * বিপদ ভঞ্জন খোদা থাকিও সহায় ॥ লীলা ও আমার কর মুক্তির উপায় * এ বলিয়া আমি মিসর ছাড়িয়া ॥ ইরানে যাইব বলি ইলাহি ভাবিয়া *

পরীজাদী লীলাবতী ভেড়ার যত্ন করিয়া খল সাহাকে
ভেড়া করে ও রওসনমুল্লুক ইছিমের জোড়ে
তোতা হইতে নিজ দেহ পাইবার বয়াণ ।

পয়ার। বেশ্যার মন্দির হইতে হইয়া বাহির ॥ বেগভরে উড়ি যথা ধনুকের তীর * কত দেশ নদ নদী দুস্তর সাগর ॥ পর্বত জঙ্গল বন কত যে সহয় * কত দেশ উপদেশ কত উপত্যকা ॥ উড়িয়া হইনু পার কেকরে ভূমিকা * উপনীত হই গিয়া ইরান সহরে ॥ আল্লা ভাবি পঁছিলাম লীলার মন্দিরে * হইয়াছি তোতা রূপ বুঝিল মনেতে ॥ যতনে রাখিল মোরে নিজ মন্দিরেতে * লীলাবতী বলে নাথ আছিলে কোথায় ॥ বৎসরেক কাল দেখে গত হয়ে যায় * বিবাহের লাগিয়াছে মহা ধুম ধাম ॥ থাক দেখি পূর্ণ হবে এবে মন স্কাম * তিন দিন বিবাহের রৈল যদি বাকী ॥ লিলাবতী সাহাজাদাকে দিল এক ফাকী * ডাকাইয়া বলে তারে পরী লীলাবতী ॥ বেহুস নাদান তুমি অতি ভুলমতি *

মনে নাই পরিস্থানে করিলা করার ॥ বিবাহের পূর্ব্বে যজ্ঞ করিবা ভেড়ার *
এক শত এক ভেড়া এক রং চাই ॥ অন্যথায় কোন মতে যজ্ঞ হবে নাই
বিবাহ না হবে মোর কভু যজ্ঞ ছাড় ॥ সত্বর যোগার করি আন সব ভেড়া *
খলসাহা বলে প্রিয়া ভুল হইল মনে ॥ মাপ কর ভেড়া সব আনিব
এক্ষনে * শত শত লোক ভেজে ভেড়ার কারণ ॥ এক শত এক ভেড়া
আনিল তখন * সব ভেড়া রাখে লীলাবতীর মন্দিরে ॥ বিবাহের দিন
তবে উঠিয়া ফজরে * লীলাবতী পালঙ্কেতে বসিলেক তবে ॥ আমাকে
নিকটে রাখে লুকাইত ভাবে * পরী বলে প্রান নাথ থাকিহ গোপনে ॥
সুযোগ পাইলে কার্য্য করিও সাধন * খলসাহা মৃত ভেড়া যদি জিন্দ
করে ॥ ইছিম পড়িয়া যাবে নিজ কলেবরে * একথা কহিয়া পরী কি কাম
করিল ॥ নাকেতে টিপিয়া এক ভেড়াকে মারিল * খলসাহা ছিল তবে
বাহির দরবারে ॥ খবর পাঠাইয়া পরী আনিল তাহারে * লীলাবতী
বলে যজ্ঞ করিব এখন ॥ এখানে থাকিয়া কর যজ্ঞ দরশন * সাহাজাদা
বসে তবে কুরছির উপরে ॥ দেখিতে লীলার যজ্ঞ হরিষ অন্তরে * তার
পরে যজ্ঞ পরী করে আরম্ভণ ॥ প্রথমে আল্লার নাম করিল স্মরন * মনে
মনে বলে কন্যা আল্লা হক নাম ॥ সহায় থাকিয়া পূর্ণ কর মনস্কাম *
যজ্ঞ উপলক্ষ্য করি তোমার মেহেরে ॥ স্বামীকে সুযোগ দিব যাইতে
কলেবরে * ভেড়া যদি হয় পাপী পরি প্রলোভনে ॥ নিজ কলেবরে স্বামী
যাইবে তখনে * মনে মনে লীলাবতী করে মনাজাত ॥ বসিলেন
সাহাজাদা গালে দিয়া হাত * আসনে বসিয়া দেখে বহু কুলক্ষণ ॥ বাম
চক্ষু ঘন ঘন হইল কম্পন * নাকেতে দক্ষিণ স্বর নিতান্ত নিশ্চল ॥
ধর ফর করে বুক শরীর দুর্ব্বল * কমরের নিম্ন ভাগে যথা গুহ্য
দ্বার ॥ টীক্ টীকি পরিল তথা হুকুমে খোদার * উড়িয়াবসিল
মাছি দক্ষিণ চক্ষেতে ॥ কুলক্ষণ দেখি সাহা চিন্তিত মনেতে *
গালে হাত দিয়া বসে বিরস বেদন ॥ হেণকালে লীলাবতী হাস্য
সম্ভাষণে * বলে নাথ কেন আজি বিরস বদন ॥ কি আনন্দ
আজি হবে বিবাহ বন্ধন ॥ সহিয়াছি বৎসরেক কষ্ট দীর্ঘকাল ॥
আল্লা চাহে আজি সব ঘুচিবে জঞ্জাল * দুঃখের তাপেতে দগ্ধ
এ পোড়া অন্তর ॥ শীতল করিব আজি বিবাহের পর * শীঘ্র২ যজ্ঞ নাথ
করি সমাপন ॥ বিবাহ হইলে হবে দুঃখ নিবারণ * এ বলিয়া এক ভেড়া

কন্যা তবে ধরে ॥ মস্তকেতে ফুক দিয়া মন্ত্রজপ করে * মন্ত্র শেষ করি ভেড়া ফেলায় বাহিরে ॥ অন্য ভেড়া পূর্ব রূপ আনি মন্ত্র পড়ে * মন্ত্র শেষ করি ভেড়া নেয় বাহিরেতে ॥ অন্য ভেড়া দেয় দাসী লীলার হাতেতে * এই রূপে একে একে সব ভেড়া আনে॥ মন্ত্রশেষ হলে দাসী রাখিছে উঠানে * একে একে শত ভেড়া হইয়া গেল পার ॥ বাকী রৈল এক ভেড়া মন্ত্র জপিবার * বাকী ভেড়া প্রতি পরী করিয়া নজর ॥ হায় হায় করিয়া পরে ধরার উপর * লীলাবতী কেন্দে কেন্দে সাজাদারে কয় ॥ যজ্ঞ সমাপন করা হইল সংশয় * এই দণ্ডে যজ্ঞ যদি নাহি হয় শেষ ॥ তবেত কপালে আছে দুর্গতি অশেষ * আর এক বৎসরের ভাগ্য বিরম্বনা ॥ বিবাহ না হবে রবে মনের বাসনা* সাহাজাদা ইহা শুনি বিরষ অন্তর ॥ পালঙ্গের নীচে দেখে করিয়া নজর * মাটীতে পতিত ভেড়া আছে মৃত ভাবে ॥ না হইবে যজ্ঞ শেষ ভেড়ার অভাবে * পরী বলে যদি ভেড়া দণ্ডেকের তরে ॥ জিবিত হইয়া থাকে মাটীর উপরে * যজ্ঞমন্ত্র যদি শেষ করিবারে পারি ॥ তার পরে যদি ভেড়া যায় নাথ মরি * তাহাতেও ক্ষতি নাই কার্য্য সিদ্ধি হবে ॥ বিবাহেতে কিছু মাত্র বাধা না ঘটিবে * একথা শুনিয়া তবে সাহাজাদা কয় ॥ এর জন্য কেন কন্যা কর এত ভয় * তাজ্জব ইছিম এক আমি কন্যা জানি ॥ ইছিমের জোরে ভেড়া উঠীবে এখনি * শুন কন্যা যতক্ষণ ভেড়া জিন্দা রবে ॥ মৃত ভাবে মোর লাস পরিয়া রহিবে * তুমি মন্ত্র জপ কর এই অবসরে ॥ শেষ কর যজ্ঞ কন্যা হরিষ অন্তরে * তার পরে তিন বার ইছিম পড়িব ॥ পলকেতে নিজ দেহে প্রবেশ করিব * পড়িয়া রহিবে ভেড়া হইয়া মোর্দ্দার * কৌশলেতে যজ্ঞ কার্য্য হইবে উদ্ধার * এ যুক্তি শুনিয়া কন্যা আনন্দিত মন ॥ তোতা পাখীরূপে আমি থাকিয়া গোপণ * শুনিয়া সকল কথা তুষ্টিত অন্তরে ॥ সুযোগ তালাস করি মন্ত্র জপিবারে * কন্যা কহে সাহাজাদা নাহি সহে দেড়ি ॥ জিন্দা কর মরা ভেড় তন্ত্র মন্ত্র পড়ি * কথা মাত্র খল সাহা ইছিম পড়িয়া * ॥ ভেড়ার লাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া * মরা ভেড়া জিন্দা হইয়া দাড়াইয়া রয় ॥ হাসিতে হাসিতে কন্যা যজ্ঞ মন্ত্র কয় * সময় বুঝিয়া আমি ডাকিয়া আল্লারে ॥ আসিনু নিজের দেহে ইছিমের জোরে * খল সাহা দেহ মোর হয়ে গেল ভেড়া ॥ তোতা রূপে ছিনু আমি [illegible]

বেচারা * কোথায় বিবাহ হবে পরী জাদী সনে ॥ কত সুখ ভোগ হবে আশা ছিল মনে * নামে খল কাজে খল দুর্ব্বোধ পামর ॥ অন্তিমে দুর্দ্দশা দেখ ঘটিল বিস্তর *

পয়ার প্রবন্ধে মুন্সী হাফেজ উল্লা কয় ॥ সত্যের বিনাশ নাই জানিও নিশ্চয় * খোদার রহম আছে যাহার উপরে ॥ লক্ষ্য কোটী শত্রু তার কি করিতে পারে *

তোতা নিজ দেহে আসিলে ও খল সাহা ভেড়া হইলে লীলাবতীর ও সাহাজাদার মা বাপের সাহাজাদার দুঃখ বিবরণ শুনিয়া আপসোস করিবার বয়ান ।

একাবলী ।

মন দিয়া শুনহে মুরাদ ভাই ॥ কত কষ্টে নিজ দেহ আমি পাই * পায় ধরি লীলা কান্দে খুসিতে ॥ আমিও কান্দিয়া পড়ি মাটিতে * ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্দি দুজনে ॥ ক্ষণে চেয়ে থাকি চারি নয়নে * কত ক্ষণ দুজনের এই হাল ॥ দেখিয়া দাসীরা ভাবে কি জঞ্জাল * কি কারনে দোহে হল দেওয়ানা ॥ না বুঝি কারণ অতি ভাবনা * বাদসা ও বেগম কাছে দাসী কয় ॥ কি হইল সাজাদার লাগে ভয় * কভু হাসে কভু কান্দে দোহেতে ॥ কখন শুইয়া পড়ে মাটীতে * আমার মা বাপ ইহা শুনিয়া ॥ তাড়া তাড়ি আসে সবে দৌড়িয়া * আমারে আসিয়া করে জিজ্ঞাসন ॥ কি হইল বল শুনি বাছাধন * যে রূপেতে কাক হয়ে কষ্ট পাই ॥ তোতা হয়ে যেরূপে মিসরে যাই * যে রূপে শঙ্খিনী হারে বিচারে ॥ যে রূপে ধরিয়া নিল আমারে * পরি নামে শঙ্খিনীর যে দশা ॥ তার ভাগ্যে যত রূপ দুর্দ্দশা * যে রূপে উড়িয়া আসি ইরানে ॥ করিনু ভেড়ার যত্ন এখানে * যে হালে গেলাম নিজ দেহেতে ॥ খল সাহা ভেড়া হয় যে রূপেতে * তিন দ্রব্য দানবের কাছে পাই ॥ যেই হালে পরিস্থানে চলি যাই * ইতি আদি সব করি বর্ণনা ॥ শুনিয়া মা বাপে করে কান্দনা * লীলাকে মা বাপে করে আশীর্ব্বাদ ॥ মাপ কর আমাদের অপরাধ * এত দিন চিনি নাই ভাগ্য ফের ॥ তুমি মা ঘরের লক্ষ্মী আমাদের * ধন্য মাগো তোমার বুদ্ধির বল ॥ রৌসনে বাচালে করি কি কৌশল *

খলধূর্ত্তে তুমি মাগো কৈলে বশ ॥ ইহ কালে পর কালে রবে যশ * রওসন চিরস্থানি তোর পায় ॥ অমর হইলা মাগো এধরায় * শোধিতে নারিব মোরা তব ধার ॥সুখে থাক আশীর্ব্বাদ মাত্র সার * হাফেজ উল্লা মুন্সি আল্লা ভাবি কয় ॥ ধন্য সতী পতি ভক্তি সর্ব্বজয় * সুখে দুঃখে স্বামী ভক্তি যে জানে ॥ সেই সতী সর্ব্ব ধন্যা ভুবনে * স্বামী যার মন দুঃখে দুঃখিত ॥ সে নারী দুজখে যাবে নিশ্চিত * নারীর বেহেস্ত স্বামীর পদতল ॥ আওরতের স্বামী সেবা মোক্ষফল * থাকী ভাবে স্বামি সেবা যে করে ॥ সে নারী বেহেস্তে যাবে আখেরে *

ভেড়ারূপী খল সাহাকে প্রতি মুছাফের ঝাটা দিয়া সাত বাড়ী মারিবার হুকুম দেওয়া মুরাদ সা ফকিরের মনের ভাব প্রকাশ করিবার বয়ান।

পয়ার। এইরূপে তোতা হইতে নিজ কলেবরে ॥ আসিলাম কৌশলেতে আল্লার মেহেরে * ভেড়াকে বান্ধিনু এক লোহার শিকলে ॥ ধর ধর মার মার সকলেতে বলে * কেহ মারে কীল ঘুসি কেহ লাথী মারে ॥ অপমান করে সবে বিশেষ প্রকারে * কেহ বলে খল সাহা বেওফা বদকার ॥ করিব উচিত মত সাজাই তাহার * নামে খল কাজে খল ওরে দুষ্ট ভেড়া ॥ বিষের কলসে যথা মুখে দুধ ভড়া * সুদিনের দুস্ত তুমি অতি স্বার্থ-পর ॥ হাজার লান্নত ধিক তোমার উপর * বসন্তে কোকিল অতি রঙ্গে ঢংএ ডাকে ॥ শীত ও বর্ষা কোথা পলাইয়া থাকে * সুসময়ে অনেকেই বন্ধু নাম ধরে ॥ বিপদে ভেড়ার মত চলি যায় দূরে * খল ও শঠের সনে যে করে মিত্রতা ॥ বিপদে ভেড়ার মত পাবে কপটতা * মুখে মধু মনে বিষ বন্ধু সব ভবে ॥ সাবধান! হেন বন্ধু সর্ব্বদা ত্যাজিবে * এই কথা লোকে যাতে শিখিবারে পারে ॥ ভেড়াকে বান্ধিয়া রাখ সাহী দরবারে * ভেড়া ঝাটা দুই নিয়া বান্ধিয়া খোটাতে ॥ বাদসার হুকুম লিখি এক নোটীশেতে * যেই জন এই পথে হবে রাহাদার ॥ ঝাটা দিয়া সাত বাড়ী কপালে ভেড়ার * মারিয়া মানিবে সবে সাহার ফরমান ॥ না মানিলে সাহাজাদা লইবে গর্দ্দান * এখন মনেতে ভাই বুঝহ ফকির ॥ কেচ্ছা ভেড়া বটে ইহা মর্দ্দ বেপীর * মুরাদ ফকির ইহা শুনি তবে কয় ॥ বড়

আপসোসেরর কথা ভেড়ার বিষয় * বড়ই বেওফা ভেড়ানাদান বেইমান* উচিত সাজাই সাহা করিলে কি বিধান শঠের মিত্রতা সাহা জলের লিখন পলকেতে নাহি থাকে কিছু নিদর্শন * পদ্ম পাত্রে জল সম খলের পিরীত ॥ পরিণামে পরিতাপ হিতে বিপরীত॥ মুখে হাসি মন সদা হিংসাদ্বেশে ভরা ॥ এমন কপট মিত্রে পূর্ণ ভাই ধরা * আল্লা তালা এক মাত্র ত্রিজগত পতি ॥ সেই সকলের বন্ধু অগতির গতি * তার সনে বন্ধু ভাব কর হে স্থাপন ॥ জীবণে মরনে সাথী হবে সেই জন * শঠের প্রণয়ে ভাই অন্তিমেতে ফাকি ॥ দেখিয়াছি কত মতে কিছু নাহি বাকি * ভোগিয়াছি কত কষ্ঠ এ পোড়া জীবনে ॥ বলিলে না শেষ হবে আল্লা তালা জানে * নারি জাতি জানে কত কপট ছলনা ॥ খল সঠ মিত্রে কত জানে প্রতারনা * কুটিল জটিল ভাব মুখে ভালবাসা ॥ পরিণামে পলায়ন দিয়া কত আশা * বৃথা এ ভবের খেলা বৃথা ঘর বাড়ী ॥ সে কারনে আমি ভাই পথের ভিকারি * কপট ছলনা জালে পরিয়া নারীর ॥ সিংহাসন ছাড়ি আমি পথের ফকির * মান মাত্তা তুচ্ছ সব রাজ্য সিংহাসন ॥ যথা তথা ভ্রম করি জীবন যাপন * মুন্সি হাফেজ উল্লা কহে শুনহে ফকির ॥ মিছা কেন হও তুমি ভাবিয়া অস্থির * যেছা কর্ম্ম তেছা জান সংসারের ফল ॥ দুষ্টামি ভণ্ডামি খালি সয়তানের বল * সত্যের বিনাস নাই জানিও নিশ্চয় ॥ অসত্যের পরিণামে হবে পরাজয় *

সায়েরের আরজ ও পরিচয়।

পয়ার। শুনহে মমিন ভাই শুন মন দিয়া ॥ উপদেশ কি পাইলে কিতাব পড়িয়া * খোদার কুদ্রত বুঝ যতেক মমিন আল হামদো লিল্লাহে রব্বিল আ [illegible]মিন * ভাগ্যে যাহা আল্লাতালা করিল বন্ধন ॥ কার সাধ্য আছে তাহা করিতে খণ্ডন * নুহু নবিজার বেটা ছিলেন কেনান ॥ পেগাম্বর জাদা হইয়া দোজখেতে যান * নুহু নবা কত মতে বুঝাইল তাহানে ॥ আল্লার হুকুম ভাই খণ্ডায় কেমনে * আল্লার পিয়ারা নবী মুছা পেগাম্বর ॥ কারুন তাহান ভাই দুজক ভিতর * নমরুদ দাগাবাজ ফকির সয়তান ॥ কি খারেতে তার বেটী হইল মুসলমান * খোদার কলম রদ কে করিতে পারে কুদ্রত কামাল পাক এ বিশ্ব সংসারে * বদ কারের—

দেখ ভাই কেচ্ছা পরিণাম ॥ আখেরেতে ভেড়া হয়ে গেল জাহান্নাম * নেকী কামে খোদা খুসী বদীতে কাতর ॥ উজীর জাদায় পরে দিলেন কহর * ভেড়া রূপে আজিবন পায় অপমান ॥ সাবধান বদ কামে ভাই মুসলমান * লীলাবতী পরী সতী পতি ভক্তি করে ॥ পতি ছাড়া গতি নাই বুঝিল অন্তরে * পতি ছাড়া তুচ্ছ ভাব সকলের প্রতি ॥ বিপদে খোদাকে কন্যা ডাকে দিবা রাতি * অগতির গতি খোদা দুর্ব্বলের বল ॥ এক মনে ডাকে যেই পাইবে সুফল * রহিম করিম খোদা রহম করিয়া ॥ লীলাকে তাহার স্বামি দিল ফিরাইয়া * একিন বিশ্বাসে জান সব কার্য্য হয় ॥ বেইমান বদকারের সদা পরা জয় * দুনিয়ার দুস্তি ছাড় ভাই মুসলমান ॥ খোদা রছুলের প্রতি রাখিও ইমান * সুখে দুঃখে সম ভাবে খোদা বিশ্বপতি ॥ সকলের বন্ধু তিনি অগতির গতি * তার সনে বন্ধু ভাব করহে স্থাপন ॥ জীবনে মরনে সাথী হইবে সেজন * মুন্সি হাফেজ উল্লা আমি জওান বুদ্ধি হীন ॥ ভুল দোষ মাপ কর যতেক মমিন * জিলা ময়মনসিংহ বিচে হাজারদী পরগনা বেলদী গ্রামেতে জান আমার ঠিকানা * নামেতে ইছুফ ভুঞা বাবাজির নাম ॥ হুনরে হেকমতে অতি ছিল নাম কাম * মুছল্লি মত্তকী ছিল দীন দানাদার ॥ কুলে শীলে সমাজেতে সোবে সরদার * দিয়ারিশ ওয়ারিশ ভুঞা দুই দাদা ছিল শিশু কালে দাদাজির ইন্তিকাল হইল * বংশাবলী ক্রমে ছিল ক্ষুদ্র তালুক দারী ॥ তাহাতেই ছিল তারা সচ্ছল সংসারী * পরম সুখেতে তারা করিল গুজরান ॥ সদয় আছিল সদা পাক ছোবহান * এখন কলির অধর্ম্মের সার ॥ মোটা ভাত মোট বাস জুটে উঠা ভার * দাগাদার ফেরেব্বের দাগাতে পড়িয়া । হইল খরচ বহু মামলা করিয়া * দুই বেটা আল্লা তালা সুপিল আমায় * বড় বেটায় পড়া নিয়া ঠেকিল দায় * পূর্ব্ব পুরুষেয় যাহা ছিল তালুকদারী ॥ তাহাতে সচ্ছল রূপে চলেনা সংসারী * টুপী ও গঞ্জির এক খুলনু কারবার ॥ তাহাতে সচ্ছল রূপে চলিল সংসার * বড় বেটা এল এ ক্লাসে নিল এডমিসান ॥ দাগাদার ছিল যারা গ্রামেতে সয়তান * হিংসার আগুনে পুড়ে হইল ছার খার ॥ জাল কর্জ্জ পত্র এক করিল তৈয়ার * এক মাত্র খোদা মোর বিপদে ভরসা ॥ খোদা নামেতে সুপিলাম সব আশা * পড়ার খরচ আর মামলার তদ্বির ॥ সংসারের চাপ তাতে হইনু অস্থির * খোদা যার সখা তার নাহি কিছু ভয়॥

থাকুক সহস্র শত্রু হবে পরাজয় • করিনু সাগরিদ শিশ্য বহু স্থানে২॥ ওয়াজ নছিহত করি তাদের সদনে * তাহাতে যথেষ্ট মোর হইল রোজগার॥ ভাল রূপে চাপাইনু গঞ্জির কার বার * সয়তানে যত রূপ করিল সয়তান॥ খোদার কুদ্রতে সব হয়ে গেল পানি * সামাজিক হিসাবেতে নাহি কোন খাতা॥ সবার উপরে মোরে রাখিল বিধাতা * বড় বেটা জজ কোর্টে হইল কেরানী॥ আবদুল আলিম মিঞা নয়নের মনি * ছোট বেটা বি এ পাশ ওকালতি পড়ে॥ ল কলেজেতে পড়ে ঢাকার সহরে * আবদুল হক মিঞা মোর ছোট বেটা হয়॥ খোদা যেন তার উপরে থাকেন সদয় * খোদায় দরগায় ভেজি হাজার শুকরানা॥ করিম রহিম খোদা জলিল রব্বানা * এক শত সাল হবে আমর উম্মর॥ দোয়া কর অধমেরে যত বিরাদ্দর * জীবনের কর্ম্ম মোর হইল তামাম॥ না পারিনু করিবারে আখেরের কাম * হাফেজ আবদুল গনি আমার ভাগিনা॥ মৌলবী ইনুছ ভাই জান সর্ব্ব জনা * যে সব আলিম ছিল আত্মীয় স্বজন॥ একে একে সবাকার ঘটিল মরন * এখন আমার আর বেশী বাকী নাই॥ আখেতে সুখ হয় দোয়া কর ভাই * ছালাম আলেক মেরা জনাবে সবার দোয়া কর অধমেরে যত দিন দার *